বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.mole.gov.bd

ইমেইল ঃ info@mole.gov.bd

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	২
৩।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও অনুবিভাগ	২-৩
৪।	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	৩-১৩
৫।	আইএলও কনভেনশন	১৪
৬।	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহ ঃ	১৫
	(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৬-২৫
	(খ) শ্রম পরিদপ্তর	২৬-৩৭
	(গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত	৩৮
	(ঘ) নিম্নতম মজুরি বোর্ড	৩৯
	(ঙ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)	৪০-৪৫
	(চ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৪৬-৫৬
	(ছ) কেন্দ্রীয় তহবিল	৫৭-৫৯
৭।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ সালের প্রতিবেদন	৫৯-৭৪
৮।	APA Performance Evaluation Report- 2016-2017	৭৫-৮০
৯।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৮১-৮৫
১০।	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা	৮৭-৯১

ভূমিকা

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নসহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ সমূহের অন্যতম।

একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তবতার কারণে উন্নত দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তথা শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দেশ ও সরকারের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা, প্রথাগত ধারণা সর্বোপরি দুরদর্শিতার অভাবে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি। বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-২০২১ এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১-এ উন্নত দেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগিকরণ, জাতীয় শ্রম নীতি পুনমূল্যায়ণ, নূন্যতম মজুরী পুননির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মোট ০৭ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সার সহ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০.০ রূপকল্প (Vison)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

৩.০.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪.০.০ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৪.০.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদার করণ;
খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন; এবং
গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৫.০.০ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন।
৪. শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।
৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ।
৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;
১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্হার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
১১. শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্হাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

৬.০.০ সাংগঠনিক কাঠামো

৬.০.১ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিন জন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চারটি অনুবিভাগ রয়েছে ঃ

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ (২) শ্রম অনুবিভাগ (৩) রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ ও (৪) উন্নয়ন অনুবিভাগ।

৬.০.২ প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, বাজেট, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল, লাইব্রেরি ও হিসাব শাখা নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এর আওতায় রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৪

জন উপসচিব, ০১ জন সিস্টেম এনালিষ্ট, ০৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। এছাড়াও ০৩ জন যুগ্ম-সচিব ও ০২ জন উপসচিব সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।

৬.০.৩ **শ্রম অনুবিভাগ**

শ্রম বিষয়ক তিনটি অধিশাখা নিয়ে গঠিত শ্রম অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল অধীনস্থ সংস্থার প্রশাসন ও উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন শ্রম আইন ও বিধি সংক্রান্ত নীতিমালা, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, আদালতসমূহের রায়/রিপোর্ট কার্যবিবরণী প্রকাশ, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও প্রকাশনা এবং এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৩ জন উপসচিব, ০৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

৬.০.৪ **রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ**

রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দু'টি অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। রপ্তানীমুখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। আইএলও এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম। আইএলও গভার্নিং বডির বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যবলী, আইএলও এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ। ডিসেন্ট ওয়ার্ক লেবার স্ট্যান্ডার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি, অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেলথ, আনএমপ্লয়মেন্ট, সোশ্যাল ডায়লগ, বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৬.০.৫ **উন্নয়ন অনুবিভাগ**

বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান এ নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাজেট প্রণয়ন, বিতরণ, সংশোধন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভ্রমণ বিল প্রস্তুত, চেক সংগ্রহ ও বিতরণ, সিএও অফিসের সাথে যোগাযোগ। মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদী ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা, এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যক্রম তদারকি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পর্যবেক্ষণ এবং নতুন নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ০৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৭.০.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড (২০১৬-২০১৭)

৭.০.১ **বাংলাদেশ শ্রম আইন নীতিমালা ও বাস্তবায়নঃ**

সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম বিধামালা ২০১৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিধিমালার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব, মালিকের দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে দেশের শ্রম পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে উন্নততর হচ্ছে।

৭.০.২ **শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনঃ**

শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিকের অধিকার আদায় করা আরও সহজতর হবে।

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ চূড়ান্তকরণ সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান এম.পি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এম.পি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণায়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এম.পি, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

৩। **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়নঃ** বাংলাদেশের গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে শুরু করে ক্রমপ্রসারমান নগর জীবনের পারিবারিক আবাসস্থল, মেস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডরমিটরি প্রভৃতি গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষা উপ-বৃত্তি এবং অবৈতনিক নারীশিক্ষার সরকারি কর্মসূচির কারণে শিশুদের গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেলেও দারিদ্র্য-পীড়িত বিশেষ বিশেষ এলাকা (Poverty pocket) থেকে শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে শহরে আসার প্রবণতা অব্যাহত আছে। অন্যদিকে, সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি ইপ্সিত আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী গৃহকর্মী বিশেষত কিশোরী বা শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। আনুগত্যপ্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতিও লক্ষ্য করা যায় যা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নির্যাতনের ফলে মৃত্যু বা হত্যা কিংবা আত্মহত্যার মতো কোন কোন ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সংবেদনশীল মানব সমাজকে চরমভাবে বেদনাবিদ্ধ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনী কাঠামো তৈরীতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রনয়ন করা হয়েছে এবং গত ৪ জানুয়ারি,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও

নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। একই সাথে এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ এর উপর আলোচনা

৪। **ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশু শ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে মোট ২ লক্ষ শিশুকে ২০২২ সালের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে "জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি" (DCLMC) গঠন করা হয়েছে। আশা করা যায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ থেকে শিশুশ্রম নিরসন হবে।

৫। **ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠনঃ** জাতীয় অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের আওতায় আরএমজি সেক্টরের জন্য একটি স্বতন্ত্র ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। যা গত ১২ মার্চ, ২০১৭ তারিখে গেজেটে আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৬। **শ্রমিকদের নিরাপত্তায় সেইফটি কমিটি ঃ** সংশোধিত শ্রম আইনের ৯০ (ক) ধারার বিধান মোতাবেক পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এমন প্রত্যেক কলকারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। গঠিত কমিটি কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি বিষয়ে আইন ও প্রচলিত বিধি বিধান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করছে। ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষিত হচ্ছে।

সেফটি কমিটি মেম্বার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম

৭। **অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ** তাজরিন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষসহ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন কাজ শুরু করে। গৃহীত হয় জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action)। জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করেছে। জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action) এর আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়ন (assessment) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক মূল্যায়ন এর প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ(assessment) ওয়েবসাইট (www.dife.gov.bd)-এ নিয়মিত আপলোড করা হয়। এতে সমগ্র পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট ক্রেতা গোষ্ঠী বাংলাদেশের পোশাক কারখানার ভবনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

ACCORD এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

৮। Better Work Programmeঃ ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ Programme এর আওতায় ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৩৪টি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং সেখানে ২,৮০,২৫৪ জন শ্রমিক কর্মরত আছে, এর মধ্যে ৫৬% নারী শ্রমিক। এছাড়া ৩৪ টি আন্তর্জাতিক বায়ার পার্টনার এর মধ্যে ১৫টি সক্রিয়ভাবে BWB এর কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১০৯০টি এ্যাডভাইজারি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৩,৭০৮ জন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে। ৩৯টি শিল্প বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৬২৮ জন মধ্য ও উর্ধ্বতন পর্যায়ের কারখানা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (Factory management officials) অংশগ্রহণ করেছেন। ১৩টি কারখানার জন্য "Managing people" শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যেখানে ৫৬ জন মধ্য পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাফ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া "যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ" বিষয়ক প্রশিক্ষনের ৮১৬ জন শ্রমিক ও স্টাফ অংশগ্রহণ করে। "Work Place Co-operation" বিষয়ে ৭৮৩ জন স্টাফ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যার মধ্যে ৩১৬ জন মহিলা।

৯। **ডিজিটাল কার্যক্রমঃ** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে।

০৯.০১। বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল কার্যক্রমঃ

- **অনলাইন বেইজড আইসিটি সলিউশনঃ** মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, ই-ফাইলিং এবং ব্যবহৃত সকল সফটওয়্যার সম্পর্কৃত যেকোন সমস্যা দ্রুত অবহিত করা এবং সমাধানের ব্যবস্থা করা যাবে। এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারী এই সেবাটি গ্রহণ করতে পারবে।
- **শ্রম ই-লাইব্রেরীঃ** শ্রম সম্পর্কিত যেকোন প্রকাশনা প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সহজে ব্যবহার করতে পারবেন। বই সংগ্রহ ও বহনের সমস্যা দূরীভূত হবে। সেবাটি চালুর প্রক্রিয়াধীন আছে।
- **নারী প্রজেক্ট PMISঃ** Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) প্রকল্পের সার্বিক মনিটরিং ও ইভেলুয়েশন তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব বেইজড Project Management Information System (PMIS) তৈরী করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল হাজিরাঃ** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল হাজিরা চালু প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিজিটাল হাজিরা চালু হলে এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দৈনিক আগমন ও প্রস্থানের হাজিরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে পারবেন।
- **বাজেট ডাটাবেজ এবং পরিকল্পিত উপায়ে বাজেটের ব্যবহারঃ** বাজেট ডাটাবেজ ব্যবহার ও কার্যকর প্রকিউরমেন্ট প্লান প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- **ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PIMS)ঃ** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি PIMS Software তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। PIMS Software তৈরী সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন তথ্যসমূহ যেমনঃ ব্যক্তিগত তথ্য, ছুটির বিবরণ, মাসিক বেতন বিলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দ্রুত পাওয়া যাবে। এর ফলে প্রশাসন ও হিসাব শাখার কাজে গতিশীলতা আসবে।

১০। **গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরী নির্মাণঃ** গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ২,০০০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরী নির্মাণের নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১। **পিপিপি এর আওতায় ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণঃ** শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক নিয়োগ কাযর্ক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১২। **জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ ঃ** সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য "জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা-২০১৫" গঠন করে। কমিশন গত মার্চ, ২০১৭ তারিখে সুপারিশ চূড়ান্ত করে প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট অবগতির জন্য উপস্থাপন করে। সর্বশেষ ৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত সুপারিশের বিষয়ে মতামতের জন্য প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়ার পর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হবে।

১৩। **Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্পঃ** উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্রগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১০,৬০০ (দশ হাজার ছয়শত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। ২০১২-২০১৮ সাল মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৩২৪.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী "Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives " (NARI) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের লালমনির হাট, রংপুর , কুড়িগ্রাম , নীলফামারী এবং গাইবান্ধা এই ৫টি জেলার মোট ১০,৮০০ জন দরিদ্র মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা

১৪। **নারী ও শিশুশ্রম শাখাঃ** Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child labour in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ শাখা অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (NCLWC), (২) বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিল (DCLWC), (৩) জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম (DCRMF), (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) এর কাজ এ শাখার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

১৫। **সমীক্ষা কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের জন্য way out নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এ ৪টি বিভাগীয় শহরে অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪টি বিষয়ের উপর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ সমীক্ষা পরিচালনার ফলে ঝুঁকিপূণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসনের কৌশল প্রণয়ন সহজতর হবে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী , খুলনা , সিলেট , রংপুর , বরিশাল ও ময়মনসিংহের বিভাগীয় শহরে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের উপর সমীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৬। শিশুশ্রমের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োগের হার অনেক বেশী। আইএলও-এর সহায়তায় বিবিএস কর্তৃক শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.৪ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.২ মিলিয়ন।

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস'২০১৫ এর জাতীয় সেমিনার।

১৭। জার্মান সরকারের সাথে সহযোগিতা চুক্তিঃ-

কর্মসংস্থানে দূর্ঘটনা বীমা ব্যবস্থায় একটি আইনি কাঠামো স্থাপনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে জার্মান সরকার, ILO এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিগত ০৬/১০/২০১৫ তারিখ একটি Letter of Intent স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আলোকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দুইটি ব্যাচে সরকার পক্ষের ১৬ জন, মালিক পক্ষের ১৬ জন এবং শ্রমিক পক্ষের ১৬ জন জার্মানীতে সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চিকিৎসা এবং দূর্ঘটনা বীমার উপর জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। আরো প্রশিক্ষণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

জার্মানী, আইএলও ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

জার্মান সরকারের সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে সুস্থ সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বীমা এবং পূর্ণবাসনের জন্য '' Employment Injury Protection and Rehabilitation Project" শীর্ষক নামে একটি প্রকল্প GIZ এর মাধ্যমে প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া, জার্মান সরকারের সহায়তায় কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ILO কর্তৃক "Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

১৮। Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের ৬৬ কোটি টাকা অর্থায়নে আইএলও এর কারিগরী সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল তৈরী পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্ততা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ (১) সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির টেকসই উন্নয়ন; (২) সালিশ ও মধ্যস্ততার টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; (৩) লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সজাগ থাকাসহ সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ-নিরোধ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৯। **শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ** ঢাকাস্থ বিজয় নগর এলাকায় ২০ শতাংশ জমির উপর একটি ২৫ তলা "শ্রম ভবন" নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের পাইলিং, ম্যাট ফাউন্ডেশন ঢালাই, ৩য় বেইসমেন্ট রুফ স্লাব ঢালাই, ৫ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে গ্রাউন্ড ফ্লোর কাস্টিং এর উদ্দেশ্যে কলাম ওয়াল, শেয়ার ওয়াল, রিটিইনিং ওয়াল ব্যাম্প সেন্ট ফিলিং এবং ফিনিশিং প্লাস্টার কাজ চলমান আছে।

"শ্রম ভবন নির্মাণ" প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০। **কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পঃ** এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নীতকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৯টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গাজীপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

২১। **চেইঞ্জিং জেন্ডার নর্মস অব গার্মেন্টস এমপ্লয়ীজ প্রকল্পঃ** এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীর জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট

কারখানার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স ও ফার্মাসিস্ট প্রমুখের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ কাল ডিসেম্বর ২০১৬। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০টি কারখানায় ৭০০টি ব্যাচে সর্বমোট ৩৫,০০০ জন গার্মেন্টস শ্রমিক ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ০৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

২২। Improving Labour Law Compliance and Building Sound Labour Practices in the Export Oriented Shrimp Sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পঃ বাংলাদেশের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আর্ন্তজাতিক শ্রম মান অনুশীলনে সরকার, শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা করার জন্য USAID আর্থিক সহায়তায় ৮০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২৩। Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour (CLER) শীর্ষক প্রকল্পঃ শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে USDOL এর অর্থায়নে Global প্রকল্পের আওতায় আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় CLEAR প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২৪। Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পঃ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩৭৮০ গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Sl. No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1)	22.06.1972
2.	Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4)	22.06.1972
3.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6)	22.06.1972
4.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11)	22.06.1972
5.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14)	22.06.1972
6.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15)	22.06.1972
7.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16)	22.06.1972
8.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18)	22.06.1972
9.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19)	22.06.1972
10.	Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21)	22.06.1972
11.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22)	22.06.1972
12.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27)	22.06.1972
13.	* Forced Labour Convention, 1930 (No.29)	22.06.1972
14.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32)	22.06.1972
15.	Underground work (women) Convention, 1935 (No.45)	22.06.1972
16.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59)	22.06.1972
17.	Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80)	22.06.1972
18.	Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)	22.06.1972
19.	***** Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87)	22.06.1972
20.	Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89)	22.06.1972
21.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90)	22.06.1972
22.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96)	22.06.1972
23.	***** Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98)	22.06.1972
24.	***** Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100)	28.01.1998
25.	***** Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105)	22.06.1972
26.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106)	22.06.1972
27.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107)	22.06.1972
28.	***** Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111)	22.06.1972
29.	Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116)	22.06.1972
30.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118)	22.06.1972
31.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144)	17.04.1979
32.	Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149)	17.04.1979
33.	***** Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182)	12.03.2001
34.	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185)	28.04.2014
35.	Maritime Labour Convention 2006	06.11.2014

* ILO Core conventions.

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তরসমূহ ঃ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় তহবিল

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন
২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা
www.dife.gov.bd

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে এই অধিদপ্তর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
দেশে বিদ্যমান শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য ১৫-০১-১৪ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এর প্রধানের মর্যাদা প্রধান পরিদর্শক (উপ-সচিব) থেকে মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) পদে উন্নীতকরণ DIFE কে আরও শক্তিশালী করেছে।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদপ্তর থাকাকালীন প্রধান কার্যালয় এবং ০৭ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করত। অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে এই অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোর উন্নতি এবং সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।
- কারখানার লে-আউট প্ল্যান এবং লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান।
- শ্রমিক কর্তৃত দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং DIFE-সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষদের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- কলকারখানার নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবায়ন।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, কর্ম এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপন, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

জনবল: অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর এর জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ তে উন্নীত করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৭৫ জন পরিদর্শক। বর্তমানে ৩০৬ জন পরিদর্শক কর্মরত আছেন। তন্মধ্যে নারী পরিদর্শক ৬৬ জন। আরও পরিদর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
বাজেট: এ অধিদপ্তরে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৬.২৯.৩৭ কোটি, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৩.৩০.১০ কোটি, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩১.৫০.০০ কোটি এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৫.১৭.৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ: দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে আইএলও (ILO), জিআইজেড (GIZ), ডেনমার্ক এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের ধারাকে অধিকতর গতিশীল, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

(ক) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৩ টি প্রশিক্ষণে ৭৯৪ জন পরিদর্শক ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নোক্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রম	প্রশিক্ষণ কোর্স	মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণার্থী (জন)
১	Master's course in occupational safety and Health	-	২
২	Project Appraisal, EIA and Formulation of DPP	১৮	২
৩	Project Appraisal study	৫	২০
৪	Project Appraisal study	৫	২০
৫	TOT Training of Labour Inspectors	৫	২০
৬	1st Phase Training on Accident Safety Expert	১২	৮
৭	E-GP	৩	৫
৮	TOT Training of Labour Inspectors	৫	২০
৯	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৫	৫
১০	3rd Phase Training on Machinery Safety Expert	১১	৮
১১	TOT on Inspection Checklist	১৭	২০
১২	TOT Training on E-filing	৮	৩
১৩	ওয়েবপোর্টাল তৈরী প্রশিক্ষণ	৫	২
১৪	Training on strengthening communication capacity of DIFE	১	১০
১৫	Training on strengthening communication capacity of DIFE	২	১৫
১৬	LIMA Training	১	৩০
১৭	Accident prevention Training	১২	৮
১৮	Chemical Training	১২	৮
১৯	LIMA Application Workshop	৪	৩২
২০	IT Training	০৫	০৫
২১	Inter Personal Communication Training	০২	১২
২২	IT Training	০৪	৭
২৩	Chemical Safety Training	০৩	৮
২৪	Machinery Safety Training	০৫	২০
২৫	Computer Training	১২	২০
২৬	IT Training	১৩	০৭
২৭	Introductory Course For Labour Inspectors	০৫	২০
২৮	Introductory Course For Labour Inspectors	০৫	২০
২৯	Chemical and Biology Safety Experts Training	০৯	০৮
৩০	Construction Safety Experts Training	০৯	০৮
৩১	User Acceptance Test (UAT) Training on Information	০৩	২০

	& Knowledge System for DIFE		
৩২	পরিদর্শন সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখন	০১	১৩
৩৩	Foundation Training (5^{th} batch)	৪০	৪০
৩৪	Foundation Training (6^{th} batch)	৪০	৪০
৩৫	Master Trainers Training Program of Information & Knowledge Management System for DIFE	০৩	০৪
৩৬	Master Trainers Training Program of Information & Knowledge Management System for DIFE	০৩	২০
৩৭	Ergonomic Safety Expert Training	১১	১০
৩৮	E-Learning Course on Labour Inspection Training	৫৩	৩০
৩৯	E-Learning Course on Labour Inspection Training	৫৩	০২
৪০	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ কোর্স।	০২	০৫
৪১	Training on Electrical Safety	০৩	১৫
৪২	Capacity Building on DIFE Inspector Workshop Training	০১	২০
৪৩	Information & Knowledge Management System for DIFE	১৮	২০২

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও সেফটি স্ট্যান্ডার্ড বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৮ টি প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ২১ জন পরিদর্শককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(গ) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৬ টি ব্যাচে মোট ২৩৮ জনকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচে মোট ৮০ জনকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষকগণের একাংশ

(ঘ) ইন-হাউস প্রশিক্ষণ: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২১ টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণ হয়। এসব প্রশিক্ষণে ৬১৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। নিম্নোক্ত বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

- শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা
- সেবা সহজীকরণ

- পরিদর্শন চেকলিস্ট
- লেবার ইন্সপেকশন স্ট্রাটেজি
- ই-ফাইলিং
- লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)
- শ্রম আইন ও বিধিমালার অরিয়েন্টেশনমূলক প্রশিক্ষণ

(ঙ) সাপ্তাহিক আইন ঘন্টা: শ্রম পরিদর্শকগণকে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আইন ঘন্টা চালু রয়েছে। এ আইনঘন্টায় শ্রম আইন ও বিধিমালার বিভিন্ন ধারা, উপধারা আলোচনা করা হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শ্রম আইনকে পরিদর্শকদের নিকট সহজবোধ্য করে তোলা হয়।

পোশাক কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম:

(ক) কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: তাজরিন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার, মালিক, শ্রমিকপক্ষসহ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন কাজ শুরু করে। গৃহীত হয় জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action)। জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রেতা জোট সংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এবং উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট সংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করেছে। এসব কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত অ্যাসেসমেন্টের হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপ:

	সম্পাদিত অ্যাসেসমেন্ট
ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ	১৫৪৯
অ্যাকর্ড	১৫০৫
অ্যালায়েন্স	৮৯০
মোট	৩৭৮০

জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action)-এর আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়ন (assessment) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক মূল্যায়ন (assessment)-এর প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ DIFE ওয়েবসাইট (www.dife.gov.bd)-এ নিয়মিত আপলোড করা হয়। এতে সমগ্র পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট ক্রেতা গোষ্ঠী বাংলাদেশের পোশাক কারখানার ভবনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে। প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

DIFE ওয়েবসাইটে দেয়া প্রতিবেদনের সংখ্যা	
অ্যাকর্ড	৭৪৫
অ্যালায়েন্স	৫৬৬
ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ	১৫৪৯
মোট	২৮৬০

প্রাথমিক মূল্যায়নের পর কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের (Corrective Action Plan) অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মালিক পক্ষের সাথে ইতোমধ্যে সভা করে সময়াবদ্ধ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) সংস্কার সমন্বয় সেল (RCC): পোশাক কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে গঠন করা হয়েছে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)। ১৪ মে ২০১৭ এই সেল উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধিনে থাকা ১ হাজার ৫৪৯ টি কারখানা আরসিসির নেতৃত্বে সংস্কার করা হবে। এ উদ্যোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে থাকবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বুয়েট, রাজউক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে আইএলও। জুন ২০১৭ পর্যন্ত সাতটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে

ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার মোট ৪১৮ টি কারখানা মালিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

RCC উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক, এমপি।

DIFE-এর নিয়মিত কার্যক্রম:

(ক) শ্রম পরিদর্শন: সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে DIFE-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন।

কারখানা পরিদর্শনরত অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ

কারখানা পরিদর্শনরত শ্রম পরিদর্শকগণ

কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন।
(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।
(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন।
(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়

- সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে অবহিত করেই করা হয়ে থাকে। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।
- পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরীর নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে ৩২,৯২৪ টি।

(খ) মনিটরিং: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার জন্য অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং টিম কাজ করে। এ টিম কয়েকটি বিষয় তদারকি করে। যেমন: নথি ব্যবস্থাপনা; অফিস ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা, অফিস রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন কার্যক্রমের চেকলিস্ট তদারকি ইত্যাদি। মনিটরিং টিম সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ভ্রমণ করে শুরুতেই কার্যালয়ের সকল পরিদর্শকদের নিয়ে সভা করে। সেখানে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকদের সাথে মত বিনিময় করেন।

(গ) নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার স্থাপন করা হচ্ছে। এই অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ২১০ টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আরো ডে-কেয়ার স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পোশাক কারখানার একটি ডে-কেয়ার সেন্টার

(ঘ) শিশুশ্রম নিরসন:

শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেমে শিশুদের মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা এ অধিদপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরণের শিশু শ্রম রোধে DIFE অঙ্গিকারাবদ্ধ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শিশু শ্রম নিরসনে মোট ২৫ টি মামলা দায়ের করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। পোশাক কারখানায় শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক কিছু সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশু শ্রম নিরসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্টরগুলো হলো: অ্যালুমিনিয়াম, বিড়ি/সিগারেট, কাঁচ, ট্যানারি, স্টোন ক্রেকার, সিরামিক, প্লাস্টিক, স্পিনিং, শিপব্রেকিং, তাঁত, সাবান, ওয়েভিং, গ্লাস কারখানা।

(ঙ) উদ্বুদ্ধকরণ: কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন বিয়য়ে তার স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫৩৩ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(চ) লাইসেন্স প্রদান: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তর থেকে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ৮০১৩ টি।

(ছ) লাইসেন্স নবায়ন: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ১০৭৩২ টি।

(জ) অভিযোগ নিষ্পত্তি: কারখানা ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ৬৭% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

(ঝ) মামলা: শ্রম আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মামলা দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০০ টি আর মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১২৭৩ টি। ফলে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

(ঞ) কমপ্লায়েন্স কারখানা: শ্রম আইন ও বিধিবিধান মেনে চলে এমন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কমপ্লায়েন্স হয়েছে মোট ২০০০ টি কারখানা।

(ট) রাজস্ব আদায়: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারখানার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে ৩,২৫,৮৬,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। অন্যান্য উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেছে ১,৮৭,০০০ টাকা।

(ঠ) নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন: শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

<u>অধিদপ্তরকে আধুনিকায়নে গৃহীত উদ্যোগ:</u>

(ক) ডিজিটালাইজেশন:

জনগণের দোরগোড়ায় অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছে দেয়া এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে এ অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। ৩০ মার্চ ২০১৪ এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট <u>www.dife.gov.bd</u> চালু করেছে। ওয়েবসাইটে পোশাক কারখানার তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেস রয়েছে। নিম্নে ওয়েবসাইটের তথ্য সেবাসমূহ দেয়া হলো:

(ক) অর্গানোগ্রামসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য;
(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা;
(গ) সেবা প্রদানের পদ্ধতিসহ সেবা গ্রহণের তালিকা;
(ঘ) ডাউনলোড সুবিধাসহ শ্রম আইন ও নীতিমালামূহ;
(ঙ) পোশাক কারখানার ডাটাবেস;
(চ) ডাউনলোড সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ;
(ছ) দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং সংবাদ;

(খ) কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি:

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসের অংশ হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

(গ) সেবা সহজীকরণ:

অধিদপ্তরের প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন। এ সেবা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সেবা দাতা এবং গ্রহীতাদের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বন্ধ হবে। গাজীপুরে অবস্থিত অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬ টি প্রশিক্ষণ সভা ১ টি ওরিয়েন্টেশন এবং ১০ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৩৬০ জন মালিক প্রতিনিধি এবং শ্রম পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন। আগে যেখানে ১১ টি ধাপে কারখানার লাইসেন্স পেতে লাগত ৯০ দিন সেখানে নতুন পদ্ধতিতে ৯ টি ধাপে সময় লাগবে ৪৫ দিন। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে।

(ঘ) ই-ফাইলিং: ৩ অক্টোবর ২০১৭ থেকে অধিদপ্তরের কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(ঙ) লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কাজসমূহকে সহজীকরণ এবং তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে এই অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগী করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এতে সহায়তা প্রদান করেছে।

(LIMA)'র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

(চ) ভিডিও কনফারেন্স: অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ করতে নিয়মিতভাবে "DIFE's inspection for better compliance"-শীর্ষক ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের লক্ষ্য পরিদর্শন কাজের অগ্রগতি আলোচনা; APA অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণজনিত কোনো তথ্য ও প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিভিন্ন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স

DIFE'র অনলাইন সেবাসমূহ:

(ক) কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের আবেদন।
(খ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(গ) কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(ঘ) কারখানার লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।
(ঙ) কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(চ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(ছ) কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(জ) কাজ শুরু করার পূর্বে নোটিশ।
(ঝ) কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরীসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়ে অভিযোগ।
(ঞ) আবেদনপত্রের স্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে তথ্য।

হেল্প লাইন: শ্রমিকদের অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজ করতে GIZ এর আর্থিক সহায়তায় আশুলিয়া এলাকায় পাইলট ভিত্তিতে ১৫ মার্চ ২০১৫ একটি হেল্প লাইন চালু করেছে। যার নম্বর হলো ০৮৮০০৪৪৫৫০০০। এ হেল্প লাইনের মাধ্যমে শ্রমিকরা শ্রম আইন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন। ২০১৬-২০১৭ সালে মোট অভিযোগ ৮৮১, প্রাসঙ্গিক অভিযোগ ৮৩২, অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ ৪৯ টি, অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ২৪৬ টি।

পরিদর্শন পরিকল্পনা: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। শ্রম আইনের সার্বিক কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন করতে পারা হবে এ অধিদপ্তরের সার্থকতা। বিশেষকরে তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেক্ট্রিকাল সেফটি নিশ্চিতকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্মস্থলে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসন এ অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য। তৈরি পোশাক শিল্প, পেশাগত স্বাস্থ্য, চামড়া শিল্প, জুট এবং টেক্সটাইল, সিমেন্ট সেক্টর, মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজভাঙ্গা শিল্প এবং শিশু শ্রম খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিদর্শন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩২০০০ টি।

বিবিধ:

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য আরো বেশ কয়েকটি কমিটি কাজ করে থাকে। এসব কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি হলো:

(১) রাজস্ব আদায় ও লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটি।
(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি
(৩) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টিম
(৪) ডাটাবেজ ও ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কমিটি
(৫) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সম্প্রীতির সম্পর্ক উন্নয়নে এ অধিদপ্তর ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে যা সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে।

শ্রম পরিদপ্তর
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
www.dol.gov.bd

শ্রম পরিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভারত উপ-মহাদেশের শ্রমিকগণ অসংগঠিত ছিল। তখন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শ্রম অসন্তোষ ছিল না । বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তীতে শ্রম সম্পর্কিত সুসম্পর্ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯২০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে লেবার বুর‍্যো'' গঠন করা হয়। একই সাথে মাদ্রাজ ও বাংলায় লেবার কমিশনের দু'টি বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হয় । ১৯২১ সালে বোম্বেতে অপর একটি লেবার অফিস স্থাপিত হয় । উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শাসনামলে মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত ভারতে শুধুমাত্র শ্রমিকের কল্যাণার্থে শ্রম প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটে । তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত ভারতে বহিরাগত শ্রমিকের কল্যাণার্থে প্রথমে "Department of Immigrant Labour" নামে শ্রম দপ্তর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তী সময়ে স্বদেশী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৩১ সালে "General department of Labour" হিসেবে পুনঃ নামকরণ করা হয়।

১৯৩৫ সালে নতুন সংবিধানের আওতায় লেবার ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি ও শ্রম প্রশাসনের বিকাশ ঘটে এবং শ্রম আইন প্রাদেশিক সরকারের আওতাভূক্ত হয় । ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিল্প শ্রমিকের জীবন যাত্রার সুব্যবস্থা, শ্রম ঘন্টা, শ্রম প্রশাসন, শ্রমিক মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তি, বয়োবৃদ্ধকালে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও শ্রম স্বার্থে ধর্মঘট ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা করেছিল । পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারগুলো এ সকল শ্রম সুবিধা সমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম তারতম্যের ভিত্তিতে কিছু কিছু বাস্তবায়ন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল উপেক্ষিত ।তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রম কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা যথা-প্রভিডেন্ট ফান্ড, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য ইন্স্যুরেন্স, বার্ধক্য জনিত অবসর, ইন্সুরেন্স, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি ও এতদসংক্রান্ত শ্রম আইন প্রাদেশিক সরকারের অধিভূক্ত হয় ।

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকারের পদত্যাগের পর গভর্নরের শাসন কায়েম হয়। তখন ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত লেবার উপদেষ্টাদের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমিকের ছুটিকালীন বেতন, শ্রম পরিসংখ্যান সংগ্রহ, মজুরী প্রদান এ্যাক্টের সংশোধন করার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয় ।

শিল্প শ্রমিক ও মহিলাদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । সে অনুসারে ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে ত্রিপক্ষীয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে চতুর্থ লেবার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কনভেনশনে ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে স্থায়ী সভা গঠন, সকল সদস্যবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কনফারেন্স অনুষ্ঠান এবং স্থায়ী লেবার কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সে সময় অর্থাৎ ১৯৪২ সনে শিল্প পরিসংখ্যান আইন পাস হয় ।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শ্রম মন্ত্রীদের কনফারেন্সে শ্রম ক্ষেত্রে দ্রুত প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম আইন কেন্দ্রীয় সরকারের অধিভূক্ত হয় । ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় পঞ্চ বার্ষিকী শ্রম কর্মসূচী গ্রহণ করে । উক্ত কর্মসূচীতে বেশ কিছু অত্যাবশ্যকীয় শ্রম বিল অন্তর্ভূক্ত হয় । ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সে শ্রম সমস্যা বিষয়ক এ সকল শ্রম বিলগুলো অনুমোদন পায় ।

১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারত বিভাজনের পর পাক সরকার ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপ্যুট এ্যাক্ট, ১৯৪৭ পাস করে এবং ১ এপিল, ১৯৪৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর করে। উক্ত আইনের মাধ্যমে শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শিল্প সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত ১৯২৯ সনের ট্রেড ডিসপ্যুট এ্যাক্ট এবং ১৯২৬ সনে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট রহিত করা হয় ।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শ্রম প্রশাসন কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত ছিল। ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তা প্রাদেশিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয় এবং লেবার কমিশনারের পদসহ তাঁর দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। তখন লেবার কমিশনারের দপ্তরটি ছিল ১৭নং চক বাজর স্ট্রীটের কুন্ডু-দে বিল্ডিং এর দোতলায় । ১৯৪৭ সালে লেবার কমিশনারের দপ্তরের অবকাঠামো অনুমোদিত হয় এবং চট্টগ্রাম থেকে লেবার কমিশনারের দপ্তরটি ১৯৪৯ সালের ৯ই মে সচিবালয়ে স্থানান্তর করা হয়। সচিবালয়ে শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ না থাকায় ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ৫০নং পুরানা পল্টনে দপ্তরটিকে স্থানান্তর করা হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত দপ্তরটি বর্ণিত ঠিকানাই ছিল। শিল্প সেক্টরে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, শ্রম আইন বিষয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রম ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কারখানা প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের তাগিদে ১৯৬৩ সনে টংগীতে বর্তমান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) স্থাপিত হয় ।

১৯৬৯ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতির আলোকে ও এয়ারভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে লেবার এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের G.O. No. 230/ S-III/1A-8(2)69 date ০৫/০৩/১৯৭০ এর মাধ্যমে শ্রম প্রশাসনকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) Directorate of labour Relations (2) Inspectorate of Factories and Establishments (3) Office of the Registrar of Trade Union. সময়ের সাথে সাথে শ্রম প্রশাসনের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ৪নং ডিআইটি এভিনিউতে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এদিকে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স এর দপ্তরটি ১৯৭৬ সালের ২৯শে মে তারিখে শ্রম পরিদপ্তরের সাথে একত্রীকরণ করে "Labour department" করা হয় ।

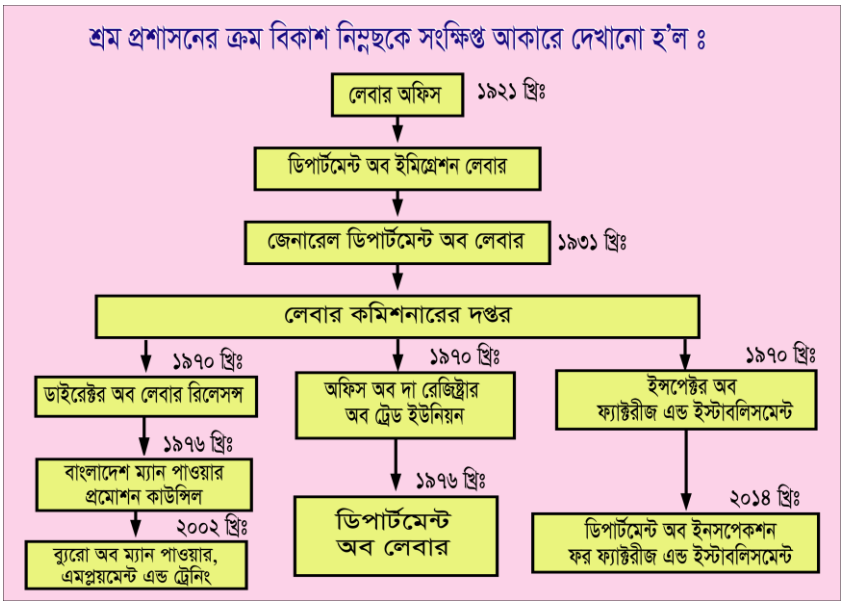

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরসহ তার অধীন ৪৯টি দপ্তরে ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ।শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এর মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা । শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করণের বিষয়টি বর্তমান চলমান আছে। এ পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে উন্নীত হলে এর জনবল বৃদ্ধি সহ অবকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision):

শ্রম ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিল্প সর্ম্পক ও শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণে শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ক রক্ষাসহ শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রমিক কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

১. ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;

২. অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;

৩. যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;

৪. ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;

৫. শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;

৬. শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;

৭. শ্রম সংশিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;

৮. শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

৯. নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;

১০. আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;

১১. শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

১২. শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচকসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) জনবল: শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ১২১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৮ জন , ২য় শ্রেণীর ৫৭টি পদের বিপরীতে ৩৫ জন, ৩য় শ্রেণীর ৩১৮টি পদের বিপরীতে ২৩৬ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ২১৬টি পদের বিপরীতে ১৮৬ জন সহ সর্বমোট ৭১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে ৫৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন । অবশিষ্ট পদগুলো পূরণের জন্য কার্যক্রম চলছে।

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম শ্রেণী	১২১	৮৮	৬৩
২য় শ্রেণী	৫৭	৩৫	২২
৩য় শ্রেণী	৩১৮	২৩৬	৮২
৪র্থ শ্রেণী	২১৬	১৮৬	৩০
সর্বমোট	৭১২ জন	**৫৪৫ জন**	**১৬৭ জন**

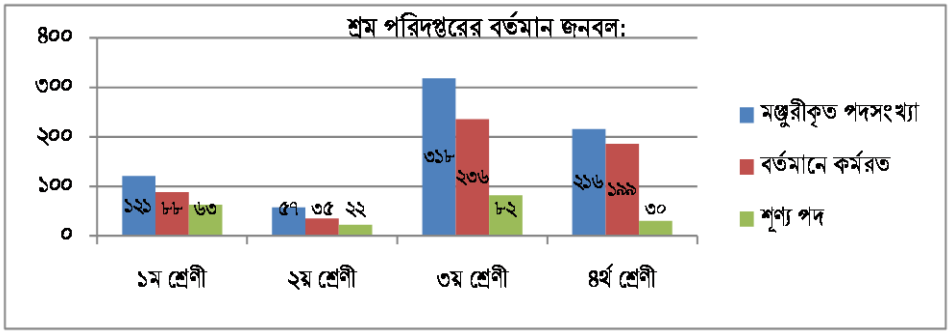

(খ) নিয়োগ: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ১ম শ্রেণীর ০৪ জন প্রভাষক ০৪ জন চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ ০৮ জন ও ২য় শ্রেণীর ০২জনসহ সর্বমোট ১০জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

(গ) প্রশিক্ষণ / সভা / সেমিনার / সফর ইত্যাদি -

১। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ : শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে অফিস ব্যবস্থাপনা, অফিস শৃঙ্খলা, আর্থিক বিধি-বিধান, শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাজেট, অন-লাইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কর্মশালা শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহে সময় সময়ে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ জুলাই ১৬ থেকে ৩০ জুন ১৭ পর্যন্ত মোট ৩৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরণের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ (In-House) ঃ

APA মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ২৫০	৪৮০জন
প্রশিক্ষণ ঘন্টা: ২০০	১৮৮ঘন্টা

বিভাগীয় শ্রম দপ্তর চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আইআরআই টংগিতে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কর্মশালার উদ্বোধন করছেন শ্রম পরিচালক জনাব

	আবু হেনা মোস্তফা কামাল

২। **বৈদেশিক সেমিনার/প্রশিক্ষণ:** শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, এ প্রসঙ্গে আর্থিক বিষয়টি জড়িত থাকায় বাজেট স্বল্পতার কারণে এবং কখনো কখনো দেশের সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সব সময় এ ধরণের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এ প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

ILC (International Labour Conference) এর ১০৬তম সম্মেলনে শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মুজিবুল হক, এম,পি এবং শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপারসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ।

জার্মানিতে অনুষ্ঠিত Tripartite Exchange programme on social Dialogue. পোগ্রামে উপস্থিত শ্রম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর উদ্যোগে আয়োজিত ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

শ্রম পরিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আইএলও কর্তৃক আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ : দেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ১২৯৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী শ্রম পরিদপ্তরাধীন ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অধীনে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত প্রশিক্ষানার্থীদের সংখ্যা তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হ'ল।

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**মন্তব্য**
০১	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টংগী	১২১৪ জন	
০২	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্রগ্রাম	৮০৬ জন	
০৩	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা	১৩৫২ জন	
০৪	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন,রাজশাহী	৭৩৬ জন	
০৫	চা- শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ শ্রীমঙ্গল	৪৫৫ জন	
০৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,তেজগাঁও,ঢাকা	৪২০ জন	
০৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,টংগী	১০৯০ জন	
০৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,সরিষাবাড়ী ,জামালপুর	৫০৫ জন	
০৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চাষাড়া ,নারায়নগঞ্জ	২৪৫ জন	
১০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,বন্দর নারায়নগঞ্জ	৩৩০ জন	
১১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,নরসিংদী	১০০ জন	
১২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ঘোড়াশাল	৮৭৫ জন	
১৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,আশুগঞ্জ	২৮০ জন	
১৪	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	১০৫ জন	
১৫	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ষোলশহর, চট্রগ্রাম	১৪০ জন	
১৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কালুরঘাট, চট্রগ্রাম	১৪০ জন	
১৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রুপসা, খুলনা	২১০ জন	
১৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,খালিশপুর, খুলনা	৫২০ জন	
১৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া	৭০ জন	
২০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট	১০৫ জন	
২১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বরিশাল	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী	২৮০ জন	

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**মন্তব্য**
২৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া	১০৫ জন	
২৪	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ	১০৫ জন	
২৫	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নিলফামারী	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,গাইবান্ধা	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ফুসকুড়ি শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার	৯৯	
২৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,পাত্রখোলা.কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,কাপনাপাহাড়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	৬০ জন	
৩০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,লোয়াইউনি,কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	১৭৫ জন	
৩১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,শমসেরনগর,কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার	২১০ জন	
৩২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চন্ডিছড়া চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৩৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চিকনাগুল,সিলেট	১৩৭ জন	
মোট		**১২৯৩৯ জন**	

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,তেজগাও শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন শ্রম পরিচালক জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত ০৫দিন ব্যাপী শ্রম আইন বিষয়ক শ্রমিক শিক্ষা

টংগী শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে ০৫দিন ব্যাপী শ্রম আইন বিষয়ক শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সের একাংশ

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন : সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, কর্মস্থলে সহযোগিতা ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ২০৮টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত রেজিষ্ট্রেশনের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিভাগ	রেজিষ্ট্রেশন সংখ্যা
১.	শ্রম পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	০৯
২.	ঢাকা	৭৮
৩.	চট্টগ্রাম	১৩
৪.	রাজশাহী	৪৭
৫.	খুলনা	৬১
সর্বমোট		**২০৮টি**

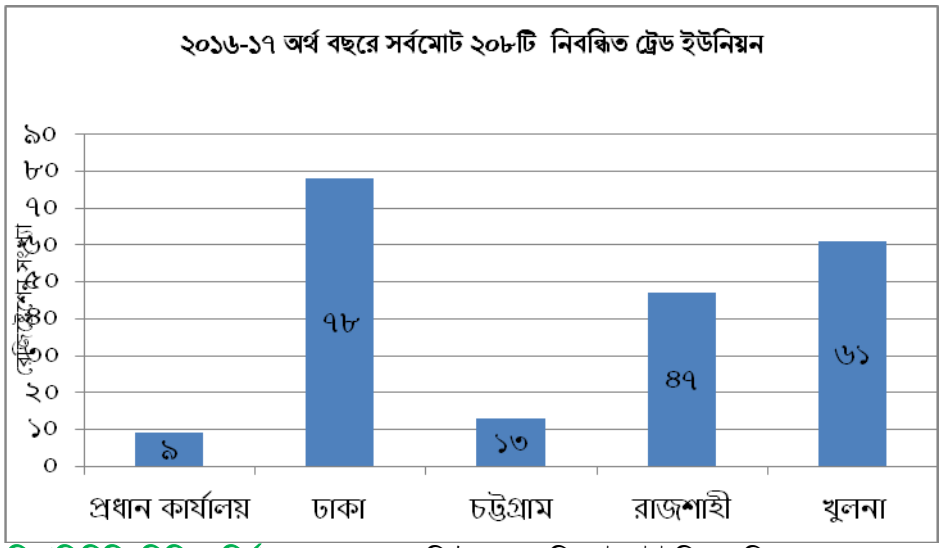

(ঙ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন : যে সকল প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান সে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি নির্ধারণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ জুলাই ১৬ থেকে ৩০ জুন ১৭ পর্যন্ত মোট ০২টি প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এ সিবিএ নির্ধারনী নির্বাচনে সুশৃঙ্খল পরিবেশে শমিকগণ ভোট প্রদান করছেন।

(চ) পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পার্টিসিপেশন কমিটির গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণ ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমমিকদের মধ্যে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি (৬ জনের কম এবং ৩৫ জনের বেশী নয়) নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ভোটে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং মালিক পক্ষের কর্তৃক মনোনীত মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বর্ণিত বিধিমালা জারীর পর এ পর্যন্ত ১৮২ টি প্রতিষ্ঠানে পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

ভিনটেজ গার্মেন্টস লি:, আশুলিয়া, ঢাকা-এ পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে অপেক্ষা

(ছ) শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি : বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ১০৫টি ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর সিবিএর দ্বিবার্ষিক চুক্তিনামায় মধ্যস্থতা করছেন শ্রম পরিচালক মহোদয় জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল
।

জ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান : শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এক জন চিকিৎসা কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরাধীন অফিস সমূহের সাথে শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয় । ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৫৯২৫৭ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ষোলশহর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম নুর।

তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম।

টংগী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ ফৈরদৌস আক্তার

ঘোড়াশাল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ আলপনা সরকার।

চাষাড়া শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ রিফাত মেহজাবিন।	খালিশপুর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ চাঁদ মোহাম্মদ ।

(ঝ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান : শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এক জন জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরাধীন অফিস সমূহের সাথে শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৩৭৬৯১ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম।	সপুরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(ঞ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম বিনোদনমূলক সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে বিনোদনমূলক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ১১৬৩৭০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে ।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়নগঞ্জে বই পড়ছে শ্রমিকগণ	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এর আঙ্গিনায় শ্রমিকগণ ফুটবল খেলছেন।

(ট) সেবা সহজীকরণ:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ আরও সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য শ্রম পরিদপ্তর "শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা" নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছে।এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম সংশ্লিষ্ট যে কেউ এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

শ্রম পরিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন অফিসমুহের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	ঠিকানা
১.	শ্রম পরিদপ্তর	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
২.	ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	শ্রম ভবন (৮ম ও ৯ম তলা) ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪.	খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	বয়রা, খুলনা।
৫.	রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৬.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন	মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
৭.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন	পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৮.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন	সোনালী জুট মিলস, মীরেরডাঙ্গা, খুলনা।
৯.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন	ক্যান্টনমেন্ট, তেরখাদা, রাজশাহী।
১০.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	চকসূত্রাপুর, বগুড়া।
১১.	চা-শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ	১০নং ভানু গাছ রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১২.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
১৩.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
১৪.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	সাটিরপাড়া, নরসিংদী।
১৫.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভবন নং-২, কক্ষ নং-২০৫, সিলেট।
১৬.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	হোল্ডিং নং-১০৩, ব্লক-এ, কলাবাগান হাউজিং, ধর্মপুর, কুমিল্লা।
১৭.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।
১৮.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	৫ নং মাহতাব উদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।
১৯.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	মংলা, বাগেরহাট।
২০.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	মুলাটোলা, রংপুর।
২১.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	তেজগাঁও, ঢাকা।
২২.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
২৩.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	শিমলা বাজার, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
২৪.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।
২৫.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	বন্দর, নারায়নগঞ্জ।
২৬.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	সাটিরপাড়া, নরসিংদী।
২৭.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
২৮.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৯.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।
৩০.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	ষোলশহর, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম ।
৩১.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	কালুরঘাট, চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম
৩২.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	আমানতগঞ্জ, বরিশাল।
৩৩.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	মংলা, বাগেরহাট।
৩৪.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	খালিশপুর, খুলনা।
৩৫.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	রূপসা, খুলনা।
৩৬.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	৫নং মাহতাব উদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।
৩৭.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	সৈয়দপুর, নীলফামারী।
৩৮.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	গোডাউন রোড, গাইবান্ধা।
৩৯.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	চকসুত্রাপুর, বগুড়া।
৪০.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	সপুরা, রাজশাহী।
৪১.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	ফজলুল হক রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।
৪২.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	লালমনিরহাট।
৪৩.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	ফুসকুড়ি, খেজুরীছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
৪৪.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	সমশেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৪৫.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	চিকনাগুল, খান চা-বাগান, সিলেট।
৪৬.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	পাত্রখোলা চা বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৪৭.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	লোয়াইউনি চা-বাগান, কাজলধারা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
৪৮.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	কাপনাপাহাড় চা-বাগান, জুরি, মৌলভীবাজার।
৪৯.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	চন্ডিছড়া চা-বাগান, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

www.lat.gov.bd

১০.০.০ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমিমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ(জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে মাননীয় চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও মাননীয় সদস্য এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থানঃ

ক্র/নং	আদালতের নাম	অবস্থান
১।	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
২।	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩।	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৪।	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫।	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৬।	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৭।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, রাজশাহী	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৮।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।	১৪,স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

১০.০১। মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র/নং	দায়েরকৃত মামলা (২০১৬-২০১৭)	নিষ্পত্তিকৃত মামলা (২০১৬-২০১৭)	অনিষ্পন্ন মামলা (২০১৬-২০১৭)	মন্তব্য
১.	৬,৭৩৮	৬,০০০	৭৩৮	-

নিম্নতম মজুরী বোর্ড
২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.mwb.gov.bd

১১.০.০ নিম্নতম মজুরি বোর্ড

নিম্নতম মজুরী বোর্ড সরকার কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণপূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রেরিত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণের জন্য চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, একজন মালিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য, একজন শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ২ জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠিত।

সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য মনোনয়নপূর্বক এ বোর্ডকে বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান বিধি অনুযায়ী সভা আহবানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্পের সার্বিক অবস্থা, শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সভায় উপস্থিত সকল/সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণের/ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা হয় (১ম ধাপ)। খসড়া সুপারিশ প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি/সুপারিশ/মতামত ইত্যাদি বোর্ড সভায় বিবেচনা করে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নর্পূবক সরকারের নিকট পেশ করা হয় (২য় ও শেষ ধাপ)। সরকার কর্তৃক উক্ত চূড়ান্ত "সুপারিশ" গৃহিত হলে গেজেটের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড এ পর্যন্ত মোট ৪২টি বেসরকারী শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৩৮টি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত ৩৮টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৭টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি শিল্প সেক্টরের মজুরী পুনঃনির্ধারণের কাজ চলমান আছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়

টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার ভবন
তেজগাও শি/এ, ঢাকা।
www.nsdc.gov.bd

১২.০.০ National Skill Development Council (NSDC) সচিবালয়

১. এনএসডিসি সচিবালয় পরিচিতি

দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ এ্যাপেক্স বডি হিসেবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (National Skills Development Council) গঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পরিষদের চেয়ারপার্সন এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব।
একই সাথে এ কাউন্সিলের কার্যপরিধি বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি Executive Committee of National Skills Development Council (ECNSDC) গঠন করা হয়। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইনিএনএসডিসি'র কো-চেয়ারপার্সন। জনাব সালাউদ্দিন কাশেম খান, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্কীল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত কমিটির অপর কো-চেয়ারপার্সন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) ও এনএসডিসি'র কার্যকরী কমিটি(ইসিএনএসডিসি)কে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ কাউন্সিলের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য এনএসডিসি-সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের শীর্ষ সরকারি সংস্থা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) ও ইসিএনএসডিসিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে এনএসডিসি-সচিবালয় সার্বিক সমন্বয় করে থাকে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো

প্রথম শ্রেণির নয়জন কর্মকর্তা ছাড়াও এনএসডিসি সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি হিসাব রক্ষক, আটটি কম্পিউটার অপারেটর-কাম-অফিস সহকারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য দুইটি ড্রাইভার ও ছয়টি চতুর্থ শ্রেণির অনুমোদিত পদ রয়েছে। সচিবালয়ের সাংগঠনিক মযাদা নির্ধারিত না হওয়ায় নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব সহকারী ও কম্পিউটার অপারেটর-কাম-অফিস সহকারীর ১০টি পদে কোন লোক নিয়োগ করা যায়নি। সেকরকারী খাতের সহযোগিতায় প্রাপ্ত একজন হিসাব রক্ষক ও এসইআইপি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত চারজন সহকারী সচিবালয় পরিচালনায় সাহায্য করছেন।

এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

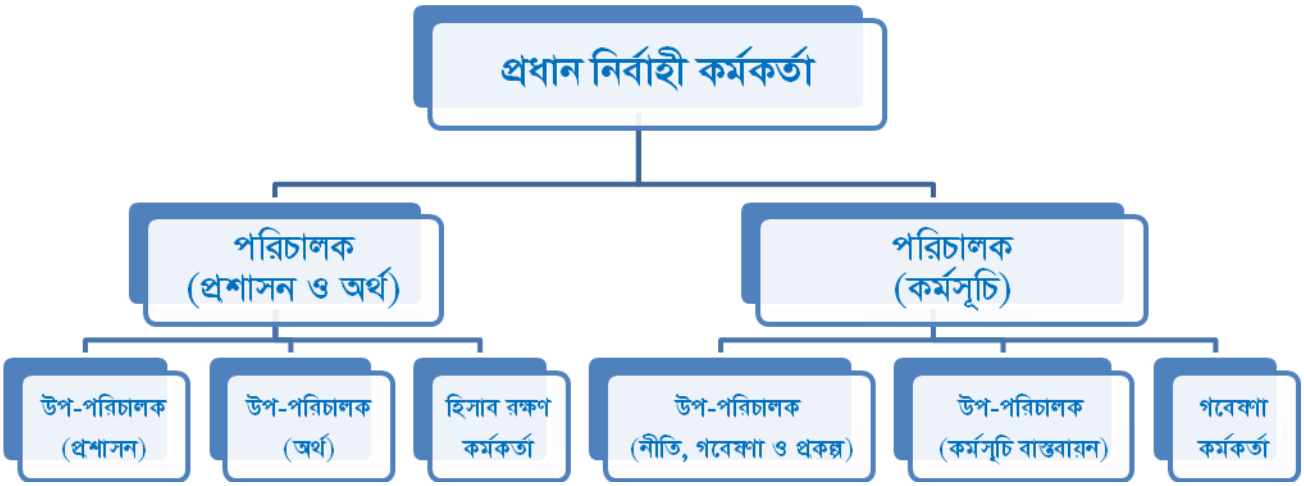

৩. এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে এনএসডিসি ও ইসিএনএসডিসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এনএসডিসি-সচিবালয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও এনএসডিসি-সচিবালয় এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, আলোচনা, সভা অনুষ্ঠান,ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

আলোচ্য বছরে এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১। এনএসডিসি'র চতুর্থ সভার আয়োজন;
২। ইসিএনএসডিসি'রচারটি সভার আয়োজন;
৩। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের দুইটি সভার আয়োজন;
৪। এনএসডিএ অ্যাক্ট এর খসড়া প্রণয়ন;
৫। এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন;
৬। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ পুণঃরীক্ষণ সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন;
৭। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন;
৮। এনটিভিকিউএফ চালুকরণ বিষয়ক একটি সভার আয়োজন;
৯। আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধির সাথে সভার আয়োজন;
১০। জেন্ডার কৌশলপত্র প্রণয়ন ~~ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন~~;
১১। প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ কর্মশালার আয়োজন;
১২। এপ্রেনটিস স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন;
১৩। ফার্ণিচার শিল্প ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের উপর দুইটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
১৪। টিভিইটি সিস্টেমের উপর ১৯টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

১৫। এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যক্রম উন্নয়নে আভ্যন্তরীন কর্মশালার আয়োজন এবং
১৬। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

৪. এনএসডিসি ৪র্থ সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এনএসডিসি'র চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে ৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "চামেলী" সম্মেলন কক্ষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এনএসডিসি'র চেয়ারপার্সন উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।তিনি তাঁর সূচনা বক্তব্যে দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলো নিজ নিজ কৌশল নির্ধারণ করবে। তিনি আরও বলেন, দেশে নতুন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে যেখানে দেশী-বিদেশী ও বিদেশ প্রত্যাগত বাংলাদেশী নাগরিকদের বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল অঞ্চলে প্রচুর দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে আমাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে হবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং তা অক্ষুন্ন রাখতে দেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে স্বল্প-দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর** ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে দেশের তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায়ের সকল জনগণের মেধা, শক্তি ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

এনএসডিসি'র ৪র্থ সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মূখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ, সিনিয়র সচিব ইআরডি, সিনিয়র সচিব স্বরাষ্ট্র, শ্রম সচিব, সমাজকল্যাণ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব, সভাপতি এফবিসিসিআই, সভাপতি বিকেএমইএ, সভাপতি বিজিএমইএ, সভাপতি বিইএফ, মিসেস লায়লা রহমান কবীরসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে এনএসডিসি'র ৪র্থ সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এনএসডিসি চতুর্থ সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

(ক) আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সভা আয়োজন করে এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস বিষয়ক প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন, ২০১৬-এর খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা করে ২ (দুই) মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।

(গ) প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্রে নারী প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোটা বরাদ্দে শতকরা হারের পরিবর্তে "নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে" মর্মেসংশোধনপূর্বক কৌশলপত্রটি অনুমোদন করা হলো।

(ঘ) কারাগারের বন্দীদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঙ) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল গঠনের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মেগৃহীত হয়।

(চ) জাহাজ নির্মাণ আইএসসি ও পাট শিল্প আইএসসি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ছ) এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (প্রথম পর্যায়) সন্তোষজনক মর্মে গৃহীত হয়।

(জ) এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত আকারে ইসিএনএসডিসিতে উপস্থাপন করতঃ অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে এনএসডিসি'র ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঝ) এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের পর লোগো এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

(ঞ) ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড স্কিলের সদস্য পদ গ্রহণের বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সারসংক্ষেপ প্রেরণ করবে।

৫. উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সভা

৫.১ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ

২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে বিকাল ৩.০০টায়এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে Skill Development Working Group (SDWG)এর ৯ম সভাঅনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এবিএম খোরশেদ আলম এবং আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শ্রীনিবাস রেড্ডি।সভায়SEIP, World Bank, KOICA, GIZ, BSEP, SUDOKHOO ইত্যাদি প্রকল্পসমূহেরপ্রতিনিধিগণ দক্ষতা উন্নয়নে তাদের স্ব স্ব অগ্রগতি উপস্থিত সকলের নিকট তুলে ধরেন। সভায় এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। উন্নয়ন সহযোগিরা দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি ও তথ্য উপাত্ত নিয়মিত উন্নয়ন সহযোগিদের অবহিত করার অনুরোধ করেন।

৫.২ আইএলও এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা

১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সকাল ১০.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে তার অফিসকক্ষে ILOএর প্রতিনিধিজনাব মানস ভট্টাচার্য এবং জনাব হরিপদ দাস সাক্ষাৎ করেন। ILOএর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় সমাপ্ত এনএসডিসি সচিবালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসকক্ষে আইএলও থেকে আগত জনাব কিশোর কুমার সিং, স্পেশালিস্ট; জনাব মানস ভট্টাচার্য, জনাব হরিপদ দাস প্রমূখের সাথে অত্র প্রতিষ্ঠানের সিইও জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম এবং উপপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামানের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইএলও'র অর্থায়নে পরিচালিত স্কিলস্ ২১-এর প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে এবং আইএলও-এ এনএসডিসি গৃহীত পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৫.৩ KOICAপ্রতিনিধিদের সাথে সভা

২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সকাল ১১.৩০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে KOICAথেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে এনএসডিসি সচিবালয় যে লেবার মার্কেট সার্ভে, সেক্টরভিত্তিকগবেষণা পরিচালনা করবে তাতে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনাব কিম শিক ইয়ং, এডুকেশন স্পেশিয়ালিস্ট ও তার দল আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৫.৪সুইজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনপ্রতিনিধিদের সাথে সভা

১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিকাল ৩.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে তার অফিসকক্ষে SDCএর প্রতিনিধিজনাব যোয়াদুল করিম খান, এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং উপপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামানের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। SDCএর প্রকল্পসমূহের চলমান কার্যকলাপ নিয়ে এবং দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পলিসিসমূহের উন্নয়ন নিয়ে এ সভায় আলোচনা হয়।

৫.৫ ইউএনএফপিএ প্রতিনিধিদের সাথে সভা

১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সকাল ১১.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে UNFPAথেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। UNFPA এর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (এডোলেসেন্ট ও ইয়ুথ) জনাব ইশানী কুয়ানপুরা, জাতীয় প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ মুনির হোসেন, প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট জনাব অরূপ বড়ুয়া এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। দেশের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সফট স্কিলসের সংযোজন, কারিকুলামের উপকরণ তৈরি ও তার উন্নয়নসাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে UNFPAপ্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের এ আগ্রহকে স্বাগত জানান এবং জাতির দক্ষতা উন্নয়নে সফট স্কিলস অনস্বীকার্য বিবেচনা করে এ ব্যাপারে তাদের কর্মপরিকল্পনাসহ প্রস্তাবনা প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০১। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবি মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

০২। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের সংস্করণ। ইতোপূর্বে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এর কতিপয় বিধি সংশোধন ও সংযোজন করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৫ সনে সংশোধন করা হয়।

০৩। আইনের উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মান শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

০৪। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

০৫। ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

০৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড ঃ

ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
(খ) অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(গ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঘ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(ঙ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(চ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
(ছ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(ঞ) শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

০৭। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.blwf.gov.bd)প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশে সাধারন শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারবে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারবে।

(২) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ব্যাপক প্রচার ও প্রচারনার জন্য ১ মিনিট ব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন দীপ্ত টেলিভিশনের প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি ইতোমধ্যে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে প্রচার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সাধারন মানুষ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেবা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছে।

(৩) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যায়ক্রমে মহাপরিচালক সহ ৮ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি বহুগুন বাড়িয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য অফিসকক্ষ সম্প্রসারন ও মেরামতের কাজ করা হয়েছে।

(৫) প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অডিট ফার্মকে সম্প্রতি নির্বাচন করা হয়েছে।

(৬) শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ

ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মোট ১২(বার)জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি লোগো ও স্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বিশেষত্বকে রিপ্রেজেন্ট করে।

০৮। ফাউন্ডেশনের তহবিল ঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানীর মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে।

০৯। ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ঃ

১) কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
২) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান।
৩) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করলে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান।
৪) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
৫) জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান।
৬) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান।
৭) কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান।

১০। ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি ঃ

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি/যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ/চিকিৎসা সাহায্য/দাফন বাঅন্তোষ্টিক্রিয়া/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান/দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ এসব খাতে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান পাওয়ার জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং শ্রম পরিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। এছাড়া শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা) উল্লেখ থাকিতে হবে।

১১। অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা ঃ

দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিক জখমপ্রাপ্ত হলে অথবা অসুস্থ হলে বা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হতে বিদ্যমান বিধি মোতাবেক ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নিজে অথবা ক্ষেত্রমত তার

আইনগত উত্তরাধিকারী **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন** এর নিকট অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হলে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে। উক্ত আবেদনের ফরম www.blwf.gov.bd হতে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে এবং আবেদন করা যাবে।

১২। শ্রমিক/শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান ঃ

বিভিন্ন ঘটনায় নিহত, আহত ও অসুস্থ শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে এ পর্যন্ত নিম্নরূপ অনুদান প্রদান করা হয়েছে ঃ

- আশুলিয়াস্থ তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর অগ্নিকান্ডে এ পর্যন্ত নিহত (সনাক্তকৃত) ১০৯ জন শ্রমিকের প্রতি পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা করে মোট ১,০৯,০০,০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত ৪১ জন মৃত ও অসুস্থ প্রতি শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- বিশ হাজার করে মোট ৮,২০,০০০/- (আট লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বোমা বিস্ফোরণে ১ জন শ্রমিকের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সুচিকিৎসার জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শ্রেনীর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মোট ১৪৩৮ জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জমাকৃত তহবিল হতে এ পর্যন্ত মোট ৮,২৪,২০,০০০/-(আট কোটি চব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকার আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে।
- তোবা গ্রুপের অনশনরত অসুস্থ শ্রমিকদের এ্যাম্বুলেন্স ভাড়াসহ চিকিৎসা ব্যয় বাবদ মোট ৪৮,৩৫৫/- (আটচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মোট ৬২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ও শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের বিগত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেক বিতরন করেন যা ফাউন্ডেশনের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি প্রাপ্তি। এর মাধ্যমে সংস্থাটির প্রচার ও সুনাম বৃদ্ধিসহ দেশের আপামর জনগনের কাছে এর ভাবমূর্তি উন্নত হয়েছে।
- গাজিপুরস্থ শিল্প কারখানা ট্রাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড এ অগ্নি দূর্ঘটনায় আহত (৪০ জন) ও নিহত (৩২ জন) শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে প্রত্যেক আহত শ্রমিককে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং প্রত্যেক নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে চেক প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।
- দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরন ঘটনায় মোট ২১ জন হতাহতকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে অর্থ সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে মৃত ১৮জন শ্রমিকের পরিবারের প্রত্যেককে ২,২৫,০০০/-(দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার) এবং ৩ জন আহত শ্রমিকের প্রত্যেককে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।
- যৌথ বীমাভুক্ত শ্রমিকদের বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ এ পর্যন্ত ৫৪,৫৫,৮৫০/-(চুয়ান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে যারা চিকিৎসাধীন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় যারা মারা গেছেন এমন ৯৯ জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন এবং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্য দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের অনুদান প্রদান, যৌথ বীমা স্কীম চালুকরণ, দুঃস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যয় প্রদান এবং শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু করে, **বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকার মেহনতী ও শ্রমজীবি মানুষের** কল্যাণে প্রদত্ত স্বীয় অংগীকার পূরণ করেছে। ভবিষ্যতে শ্রমজীবিদের কল্যাণে আরো ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

আবেদনকারীর

পাসপোর্ট
সাইজের ১

ফর্ম-'ক'

[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন ফরম

কি কারণ সহায়তা চাচ্ছেন ঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষমতা ;
(খ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু ;
(গ) দুরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা ;
(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকার ;
(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ;
(চ) চিকিৎসা ব্যয় ;
(ছ) অংশগ্রহণমূলক যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিল।

বি:দ্রঃ মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ এবং চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিকেল সার্টিফিকেট/চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র/চিকিৎসা ছাড়পত্র সংযুক্ত করতে হবে যার সর্বশেষ সময়সীমা বিগত ১০৫ দিনের মধ্যে হতে হবে ।

১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ

(ক) নাম ঃ- .....

(খ) স্ত্রী / স্বামীর নাম ঃ- .....

(গ) পিতার নাম ঃ- .....

(ঘ) মাতার নাম ঃ- .....

(ঙ) জন্ম তারিখ ঃ- .....

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হবে) ঃ- .....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক একাউন্ট নম্বর (যদি থাকে).....

(জ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ- .....ডাকঘর ঃ-.....
থানা/উপজেলা ঃ- .....জেলা ঃ- .....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- .....

(ঝ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ-..... ডাকঘর ঃ- .....
থানা/উপজেলা ঃ- .....জেলা ঃ- .....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- .....

২। প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (**নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে**) ঃ.....

বি:দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।

(স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল থাকতে হবে) ঃ

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

৩। **অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মান শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ**

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ .....

বি:দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।

(স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল থাকতে হবে) ঃ

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

৪। **যার জন্য আবেদন করা হচ্ছে ঃ (স্থায়ীভাবে অক্ষম, শিশু, নির্ভরশীল বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে) ঃ**

(ক) আবেদনকারীর নাম ঃ- .....

(খ) স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ-.....

(গ) পিতার নাম ঃ- .....

(ঘ) মাতার নাম ঃ- .....

(ঙ)জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ (সত্যায়িত অনুলিপিসহ) ঃ- .....

(চ) অক্ষম / মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঃ- .....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও এ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ- .....

(জ) আবেদনকারীর ঠিকানা ঃ গ্রাম বা মহল্লা ঃ-.....ডাকঘরঃ- .....

থানা/উপজেলা ঃ-.....জেলা ঃ-.....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ-.....

বি:দ্রঃ মৃত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের যোগ্য উত্তরাধিকারী সম্পর্কে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকারী সনদ থাকতে হবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ- ..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ- .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- .....

৬। **সরকারী বা বেসরকারী কোন তহবিল বা উৎস হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ঃ- .....(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ- .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- .....

৭। অন্য কোনো তথ্য (যদি থাকে) ঃ .....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

বিঃ দ্রঃ অসম্পূর্ণ ও ভুলভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

ফর্ম-'কক'

[বিধি ৪(৪)) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের, সন্তানদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা চাওয়ার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) সাধারণ শিক্ষা;
(খ) উচ্চ শিক্ষা (সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারী কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

১। শ্রমিকের/ ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ

(ক) নাম ঃ- .....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ- .....

(গ) পিতার নাম ঃ- .....

(ঘ) মাতার নাম ঃ- .....(ঙ)

জন্ম তারিখ ঃ- .....

(চ) জন্ম সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ- .....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক একাউন্ট নম্বর (যদি থাকে).....

(জ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ- .....ডাকঘর ঃ-.....

থানা/উপজেলা ঃ- .....জেলা ঃ- .....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- .....

(ঝ) বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ-..... ডাকঘর ঃ- .....

থানা/উপজেলা ঃ- .....জেলা ঃ- .....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ- .....

২। প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (**নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে**)ঃ.....

বিঃ দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মান শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল ঃ .....

বিঃ দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।

৪। শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের সন্তানের তথ্যাবলী ঃ

(ক) নাম ঃ -.....

(খ) জন্ম তারিখ ঃ-.....

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ- .....

(ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণি ঃ- .....

(ঙ) অর্জিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র ও সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ- .....

(চ) টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর ঃ-.....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ-.....

(জ) জন্ম সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ-.....

৫। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

(ক) প্রাপ্তির তারিখঃ- .....(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমান ঃ- .....

(গ) প্রাপ্তির কারণ ঃ- .....

৬। সরকারী বা বেসরকারী কোন তহবিল বা উৎস হতে একই কারণে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

(ক) প্রাপ্তির তারিখঃ- .....(খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঃ-.....

(গ) প্রাপ্তির কারণঃ- .....

৭। অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ- .....

.....

.....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল উল্লেখ থাকতে হবে)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে)
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ অসম্পূর্ণ ও ভুলভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

কেন্দ্রীয় তহবিল (আরএমজি সেক্টর)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টর হিসেবে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২(৩) ধারার বিধান অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় **'কেন্দ্রীয় তহবিল'** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড ও গঠন করা হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ডের গঠন ঃ

বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ২১৮ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে উক্ত পরিচালনা বোর্ড গঠিত-

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/সংগঠন	পদবী
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	চেয়ারম্যান
২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪	রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার তিনজন সদস্য	সদস্য
৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের তিনজন সদস্য	সদস্য
৬	কেন্দ্রীয় তহবিল-এর মহাপরিচালক	সদস্য-সচিব

তহবিলের অর্থের উৎসঃ

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের উৎস সমূহ নিম্নরূপ -

(ক) শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%;
(খ) ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
(ঘ) দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং
(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা।

'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের ব্যবহারঃ

'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অধীন (১) 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' এবং (২)'আপদকালীন হিসাব' নামে ২টি হিসাব রয়েছে। 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ **'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব'** এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ **'আপদকালীন হিসাব'**-এ জমা হবে।

(১) **'সুবিধা ভোগী কল্যাণ হিসাব'** হতে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ-

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;

- কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে তিনি বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;
- কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তার কোন অঙ্গহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;
- এছাড়া, অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষা রজন্য বৃত্তিপ্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসেবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

(২) **'আপদকালীন হিসাব'** হতে অনুদান প্রদান-

- কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ;
- সুবিধাভোগীদের গ্রুপ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান;
- সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালুকরণ।

আর্থিক সহায়তা প্রদান ঃ

নিম্নোক্তভাবে মোট ৩১০ জন শ্রমিককে (২৯৯ জন নিহত শ্রমিকের পরিবার এবং ১১ জন আহত শ্রমিক) টা:৫,৮৬,৫০,০০০/- (পাঁচ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;

(১) **'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব'** হতে-

বিগত ২৪-০৬-২০১৭ তারিখ রংপুর জেলার পীরগঞ্জে সংঘটিত মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত মোট ২৩ জন (১২ জন নিহত ও ১১ জন আহত) শ্রমিকের পরিবার ও শ্রমিকের মাঝে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে মোট ১২,৫০,০০০/- (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;

(২) **'আপদকালীন হিসাব'** হতে -

বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় মৃত ৫৩ জন শ্রমিক এবং বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় মৃত ২৩৪ জনসহ মোট (৫৩+২৩৪)=২৮৭ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের মাঝে ২,০০,০০০/- টাকা হারে মোট ৫,৭৪,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি চুহাত্তর লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় তহবিলের স্থিতি ঃ

সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় গত ২২-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪৭,৮৯,৫২,০২০ (সাতচল্লিশ কোটি উননব্বই লক্ষ বায়ান্ন হাজার বিশ) টাকা স্থিতি রয়েছে।

'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর জনবল ঃ

সম্প্রতি 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর একজন মহাপরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, দু'জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং দু'জন অফিস সহায়কসহ মোট ছয়জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ** ৫ (পাঁচ) টি।
প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১৬-১৭ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ** ২৪-০৭-২০১৭

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	১৫৭	১১৭	৪০		
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৮৬৩	১১২১	৭৪২		
মোট	২০২০	১২৩৮	৭৮২		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১৯৯	১৬১	১৯৯	২২৩	৭৮২

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩	১৩	৩৫	৭৬	৬৯	১৪৫	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য

১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	৪৬ দিন	২৬ দিন	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	**মন্ত্রী/উপদেষ্টা**	**প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট**	**সচিব**	**মন্তব্য**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
-	-	৬৫ দিন	৪৫দিন	

***** কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ **প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।**

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	**মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম**	**অডিট আপত্তি**		**ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা**	**নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি**		**অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি**	
		সংখ্যা	**টাকার পরিমাণ** (কোটি টাকায়)		**সংখ্যা**	**টাকার পরিমাণ** (কোটি টাকায়)	**সংখ্যা**	**টাকার পরিমাণ** (কোটি টাকায়)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**
১.	মন্ত্রণালয়	৩	০.০৫৬৫	৩	-	-	৩	০.০৫৬৫
২.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	২৪	২.৯৯৯২	১৯	-	-	২৪	২.৯৯৯২
৩.	শ্রম পরিদপ্তর	০১	০.০০১	০১	-	-	১	০.০০১
৪.	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ০৭টি শ্রম আদালত	১৩	.০৫১৮	০৬	০২	.০০০০৯১১	১১	.০৫১৮
৫.	নিম্নতম মজুরী বোর্ড	--		--		-	-	-
৬.	এনএসডিসি সচিবালয়	--		--		-	-	-
সর্বমোট		৪১	৩.১০৮৭	২৯	০২	.০০০০৯১১	৩৯	৩.১০৮৭

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	**প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**				**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা**
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	**অব্যাহতি**	**অন্যান্য দন্ড**	**মোট**	
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
২২	-	৫	২	৭	১৫

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৬	২৬৮	-	২৭৭	২৯

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৪৩৮টি	১৩৮৬৭ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৫৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২০৪ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ৬১৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২৪০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- শ্রম পরিদপ্তর ৫০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ১৯৪ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- এনএসডিসি সচিবালয় ৭৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৪৩ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- নিম্নতম মজুরী বোর্ড ১১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৭২ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? **হ্যাঁ।**

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ ৭২ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১৬৫টি	৩৪৩১ জন

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপনঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
কম্পিউটার- ৪৪৭টি ল্যাপটপ- ৩৩টি	-	-	-	৩৩৩ জন	১৩৮ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

	২০১৬-১৭		২০১৫-১৬		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন

১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কৌশলপত্র (স্ট্রাটেজি) ও কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশান প্লান) তৈরী সম্পন্ন ও এনএসডিসি চতুর্থ সভায় অনুমোদিত।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন অথরিটি (এএসডিএ) আইন, ২০১৬ প্রণয়নের কাজ চলমান।

৯.২ **প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**

- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও স্বায়ত্ত্বশাসিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের মজুরি ও ভাতাদি নির্ধারণের জন্য "জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ গঠন" এবং কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট পেশ করা হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির (২০১৩-২০১৬) প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৯টি শুন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া আইসিটি সেলের সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এবং মেইটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চুড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিস্টেম এনালিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। প্রশাসন শাখার উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম চলমান।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থিতির পরিমাণ ৪৫ কোটি টাকা।
- প্রতি বছরের ন্যায় ১ মে, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান মে দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল, ২০১৭ জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এ অর্থবছরে ৯৮৭ শ্রমিককে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। বর্তমান স্থিতি টাকার পরিমাণ ২২৬ কোটি টাকা।
- শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা সহজীকরণের জন্য (শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা) নামে একটি Mobile APP তৈরী করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থল বন্দর, হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, হোসিয়ারী, সোপ এন্ড কসমেটিকস ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে নিযুক্ত সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার পুনঃনির্ধাণ।
- আইএসসি ক্লাস্টার চূড়ান্ত করণে সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন সহ আইএসসি সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মশালা ০৮টি।
- ন্যাশনাল স্কিলস ডেভলপমেন্ট পলিসি ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ-১৬টি।

৯.৩ **২০১৬-১৭** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)**

- মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে বরাদ্দকৃত ৯ (নয়) টি কক্ষ দেয়া হয়। ফলে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সহায়ক স্টাফদের স্থান সংকুলানে সংকট দেখা দেয়ায় দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ মন্ত্রণালয়ের সাংগাঠনিক কাঠামো সংশোধন করে জনবল ১০২ থেকে ১৫৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ১৬৬টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার কারণে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- এনএসডিসি সচিবালয়ে জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত জনবল অপ্রতুল। নিয়োগবিধি অনুমোদিত না হওয়ায় অনুমোদিত পদে জনবল নিয়োগ করা যাচ্ছে না।
- এনএসডিসি সচিবালয়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদটি শূন্য থাকায় বাজেট ও হিসাব সংক্রান্ত কাজে অসুবিধা হচ্ছে।
- এনএসডিসি সচিবালয়ে সংযুক্ত কর্মকর্তাদের স্কিল সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষণ না থাকায় নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যা। দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।
- এনএসডিসি সচিবালয়ে দেশি-বিদেশি অতিথিদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরার স্বার্থে নিজস্ব অফিস ভবন একান্ত প্রয়োজন।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ **২০১৬-১৭** অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? **হ্যাঁ।**

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ

১০.৩ **মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশঃ**

(ক) মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাস্তবমূখী

প্রশিক্ষণ প্রয়োজন;

(খ) মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখার মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে;

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে;

(ঙ) মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নপূর্বক যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে এবং সম্পাদিত কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে;

(চ)কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

(ছ)কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন;

(জ)দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরী এবং শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(ঝ) সবাই সম্মিলিতভাবে Team Work হিসেবে কাজ করতে হবে;

(ঞ) এনএসডিসি সচিবালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২২টি মন্ত্রণালয়, ৩৫টি বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ে আরও তৎপর হতে হবে; এবং

(ট) রূপকল্প-২০২১ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নতদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে)

১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	চাল					
	গম					
	ভুট্টা					
	আলু					
	পিঁয়াজ					
	পাট					
	শাক-সবজি					
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য					
	মাংস					
	দুধ					
	ডিম					
শিল্প মন্ত্রণালয়	চিনি					
	লবণ					
	সার (ইউরিয়া)					
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	চা					
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	গ্যাস					
	কয়লা					
	কঠিন শিলা					
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বস্ত্র/সুতা					
	পাটজাত দ্রব্য					

১১.২ কোন বিশেষ সামগ্রী/সার্ভিসের উৎপাদন বা সরবরাহ, মূল্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা বা সঙ্কট হয়েছিল কি? নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক কোন সমস্যার আশঙ্কা থাকলে তার বর্ণনা

১১.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট)

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন	সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন
১	২	৩	৪

১১.৪ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস (শতকরা হারে)

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	মন্তব্য

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
পবিবো				
বিউবো				
ডিপিডিসি				
ডেসকো				
ওজোপাডিকো				

১১.৪ জ্বালানি তেলের সরবরাহ (মেট্রিক টন)

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪

১১.৫ দেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
মেট্রো এলাকা	চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪	৫

(১২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য)

১২.১ অপরাধ-সংক্রান্ত

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	অপরাধের হ্রাস(-) /বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)-এর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
খুন				
ধর্ষণ				
অগ্নিসংযোগ				
এসিড নিক্ষেপ				
নারী নির্যাতন				
ডাকাতি				
রাহাজানি				
অস্ত্র/বিস্ফোরক সংক্রান্ত				
মোট				

১২.২ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিত অপরাধের তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	অর্থ-বছর (২০১৬-১৭)	অর্থ-বছর (২০১৫-১৬)

১	২	৩

১২.৩ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

১২.৪ ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে কারাগারে বন্দির সংখ্যা (সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য)

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা			মন্তব্য
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	
১	২	৩	৪	৫
পুরুষ হাজতি				
পুরুষ কয়েদি				
মহিলা হাজতি				
মহিলা কয়েদি				
শিশু হাজতি				
শিশু কয়েদি				
ডিটেইনি				
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)				
মোট				

১২.৫ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট যাত্রীর সংখ্যা			
পর্যটকের সংখ্যা			

১২.৬ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি (সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা			
মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে, এমন আসামির			

সংখ্যা			

১২.৭ সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত			
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত			

১২.৮ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বি এস এফ কর্তৃক			
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক			

(১৩) ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য)

ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৬-১৭)) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৫-১৬) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৬-১৭) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৫-১৬) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগের জন্য)

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (৩০ জুন, ২০১৭)			
২। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			
৩। আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			
৪। ই,পি,বি-এর তথ্যানুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			
৫। রাজস্বঃ (ক) প্রতিবেদনাধীন বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকা) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			
৬। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (কোটি টাকায়) সরকারি খাত (নিট) (জুন, ২০১৭)			

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)
৭। ঋণপত্র খোলা (LCs opening) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (ক) খাদ্য-শস্য (চাল ও গম) (খ) অন্যান্য			
মোট (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			
৮। খাদ্য-শস্যের মজুদ (লক্ষ মেট্রিক টন) (৩০ জুন ২০১৭)			
৯। জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০) ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক খ) পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)			

১৪.১ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য)

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	প্রতিবেদনাধীন বছর	পূর্ববর্তী দুই বছর	
	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
১	২	৩	৪

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪

১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৬-১৭) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য)

১৫.৪ মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০১৬-১৭) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য)

১৫.৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য):

দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর ধরন		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬ -১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)
১		২	৩
দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত অতীব দরিদ্র (Extreme Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		
দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত দরিদ্র (Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		

১৫.৬ কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)
১	২	৩
আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
মোট		
বেকারত্বের হার		

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য)

বছর	চুক্তির ধরন	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (কোটি টাকায়)	ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)	রিপেমেন্ট (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৬ -১৭	ঋণচুক্তি				আসল-	
					সুদ-	
	অনুদান চুক্তি					
	মোট					
২০১৫-১৬	ঋণচুক্তি				আসল-	
					সুদ-	
	অনুদান চুক্তি					
	মোট					

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য

১৮.১ সরকারপ্রধানের বিদেশ সফর সংক্রান্ত

সফর	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)
১	২	৩
সরকারপ্রধানের বিদেশ সফরের সংখ্যা		
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের সংখ্যা		
দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরের সংখ্যা		

১৮.২ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

১৮.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা-প্রধানদের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

১৮.৪ বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সংখ্যা

১৮.৫ বাংলাদেশে বিদেশের দূতাবাসের সংখ্যা

(১৯) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য

১৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যসমূহ (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

দেশের সর্বমোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ( )	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			স্কুল ত্যাগকারী (ঝরে পড়া) ছাত্র-ছাত্রীর হার	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা	
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট		সর্বমোট	মহিলা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ( )						
সর্বমোট সংখ্যা ( )						

১৯.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার শতকরা হার
১	২	৩	৪
বালক			
বালিকা			

১৯.৩ সাক্ষরতার হার (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

বয়স	সাক্ষরতার হার		গড়
	পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪
৭ + বছর			
১৫ + বছর			
১৫-১৯ বছর			
২০-২৪ বছর			

১৯.৪ মাধ্যমিক (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরিক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এস.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	এইচ.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
স্কুল এ্যান্ড কলেজ										
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ										
দাখিল মাদ্রাসা										
আলিম মাদ্রাসা										
কারিগরি ও ভোকেশনাল										

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ও শতকরা হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
১	২	৩	৪	৫	৬
সরকারি					
বেসরকারি					

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য)

২০.১ মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য
(০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মেডিকেল কলেজ								
নার্সিং ইনস্টিটিউট								
নার্সিং কলেজ								
মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল								
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি								

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

২০.৩ স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			৮

(২১) জনশক্তি রপ্তানি-সংক্রান্ত তথ্য (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য)

জনশক্তি রপ্তানি ও প্রত্যাগমন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) এর হার
১	২	৩	৪
বিদেশে প্রেরিত জনশক্তির সংখ্যা			
বিদেশ থেকে প্রত্যাগত জনশক্তির সংখ্যা			

(২২) হজ্জ-সংক্রান্ত তথ্য (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য)

হজ্জে গমন	২০১৬-১৭ অর্থ-বছর			২০১৫-১৬ অর্থ-বছর		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা						

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান

২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে লোকসান করেছে তাদের নাম ও লোকসানের পরিমাণ

অত্যধিক লোকসানি প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৬-১৭) বিরাষ্ট্রীকৃত হয়েছে এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা	অদূর ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ		
১		২	৩

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
১	২

APA Performance Evaluation Report- 2016-2017

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিরমূল্যায়নপ্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগত উদ্দেশ্য(Strategic Objective)	কাযক্রম(Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/criteria Value for FY 2016-2017)					অর্জন(achievement)	খসড়াস্কোর(raw score)	ওয়েটেড খসড়াস্কোর (Waited raw score)
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে			
[১] ১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানেকর্মপরিবেশউন্নয়নএবংশ্রমিকদেরকল্যাণজোরদারকরণ;	[১.১] ট্রেডইউনিয়ননিবন্ধনেরআবেদন	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃতআবেদন	%	৭.০০	১০০	১০০	৯৮	৯৩	৯০	১০০%		
	[১.২] সিবিএনির্বাচনপরিচালনা	[১.২.১] সিবিএনির্বাচনপরিচালিত	%	৬.০০	১০০	১০০	৯৮	৯৩	৯০	১০০%		
	[১.৩] সালিশীকযক্রমেরমাধ্যমেশ্রমবিরোধনিষ্পত্তি	[১.৩.১] নিষ্পত্তিকৃতশ্রমবিরোধ	%	৬.০০	১০০	১০০	৯৮	৯৩	৯০	১০০%		
	[১.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিকএবংশ্রমপ্রশাসনেররসাথেজড়িতকর্মকর্তা-কর্মচারীদেরপ্রশিক্ষণপ্রদান	[১.৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্তজনবল	সংখ্যা	৬.০০	৯৫০০	৯৪০০	৯৩০০	৯২০০	৯১০০	১২৯৩৯		
	[১.৫] বেসরকারিশিল্পসেক্টরেকর্মরতশ্রমিক-কর্মচারীদেরনিম্নতমমজুরিনির্ধারণ	[১.৫.১] নিম্নতমমজুরিনির্ধারণকৃতশিল্পসেক্টর	সংখ্যা	৪.০০	২	১	১	১	০	৫		
	[১.৬] ডিজিটালসেন্টার ও ই-পোষ্টসেন্টারথেকেসেবাপ্রদান	[১.৬.১] নিবন্ধনকৃতশ্রমিক	সংখ্যা	২.০০	২৫০০০	২৪০০০	২৩০০০	২২০০০	২০০০০	-		
		[১.৬.২] অনুদানপ্রাপ্তশ্রমিক ও তাদেরপরিবারেরসদস্য	সংখ্যা	২.০০	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	৯৯৮		
	[১.৭] অংশগ্রহণকারীকমিটিরনির্বাচনপরিচালনা	[১.৭.১] অংশগ্রহণকারীকমিটিরনির্বাচনপরিচালিত	সংখ্যা	২.০০	১০০	৯৫	৯৩	৯২	৯০	১০০		
	[১.৮] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানপরিদর্শনেরমাধ্যমেশ্রমবিরোধপ্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[১.৮.১] পরিদর্শনেরমাধ্যমেনিষ্পত্তিকৃতঅভিযোগ	%	৫.০০	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৬৬%		

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগতউদ্দেশ্য	কাযক্রম	কর্মসম্পাদনসূচক	একক	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/criteria Value for FY 2016-2017)					অর্জন (achievement)	খসড়াস্কোর (raw score)	ওয়েটেডখসড়াস্কোর (Waited raw score)
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে			
[২] ২. শ্রমসম্পর্কিতকমপ্লাইন্সউন্নয়ন; এবং	[২.১] বেসরকারীসেক্টরেকর্মরতশ্রমিকদেরপেশাগতস্বাস্থ্য, নিরাপত্তাএবংকল্যাণনিশ্চিতকরণ	[২.১.১] কমপ্লাইন্সনিশ্চিতকৃতকারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৬.০০	২২০০	২১০০	২০০০	১৯০০	১৮৫০	২০০০		
	[২.২] পরিদর্শনকাযক্রমপরিচালনা	[২.২.১] পরিদর্শনকৃতকারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৬.০০	৩০০০০০	২৯০০০	২৮০০০	২৭০০০	২৬০০০	৩২৯২৪		
	[২.৩] উদ্বুদ্ধকরণঅনুষ্ঠানপরিচালনা	[২.৩.১] আয়োজিতউদ্বুদ্ধকরণঅনুষ্ঠান	সংখ্যা	৪.০০	৪২৫	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৩০০	৫৩৩		
	[২.৪] শ্রমআইনভংগকারীকারখানা ও প্রতিষ্ঠানেরবিরুদ্ধেমামলাদায়ের	[২.৪.১] দায়েরকৃতমামলা	%	৫.০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০%		
	[২.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানেরলাইসেন্সপ্রদান ও নবায়ন	[২.৫.১] প্রদানকৃতলাইসেন্স	সংখ্যা	৫.০০	৩৬০০	৩৫২০	৩৪০০	৩৩০০	৩২৮০	৮০১৩		
		[২.৫.২] নবায়নকৃতলাইসেন্স	সংখ্যা	৪.০০	৭০০০	৬২১৩	৬০৭৮	৫৯৪৩	৪৮০৮	১০৭৩২		
[৩] ৩. দক্ষশ্রমশক্তিসৃষ্টিরমাধ্যমেকর্মসংস্থানেরসুযোগবৃদ্ধি।	[৩.১] দক্ষজনশক্তিতৈরি, কর্মমুখীপ্রশিক্ষণপ্রদানএবং বিভিন্নপ্রশিক্ষণকর্মসূচিপ্রণয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণএবংওয়াকশপেঅংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	৬.০০	৩০০০	২৯৫০	২৯০০	২৮৬০	২৮১০	৩১০৩		
		[৩.১.২] প্রশিক্ষণঘন্টা	সংখ্যা	২.০০	৪৫০	৪২৫	৪১২	৪০০	৩৯০	৫৭৩		
		[৩.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	২.০০	৬৫০	৬০০	৫৫০	৫০০	৪০০	১৩৯৯		

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগতউদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কাযক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/criteria Value for FY 2016-2017)					অর্জন (achievement)	খসড়াস্কোর (raw score)	ওয়েটেডখসড়াস্কোর (Waited raw score)
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে			
[১]দক্ষতারসংগে বার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিবাস্তবায়ন নিশ্চিতকরা	[১.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরেরখসড়াবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিদাখিল	[১.১.১] নির্ধারিতসময়সীমারমধ্যেখসড়াচুক্তিদাখিলকৃত	তারিখ	১.০০	১৫.০৫.২০১৬	১৬.০৫.২০১৬	১৭.০৫.২০১৬	১৮.০৫.২০১৬	১৯.০৫.২০১৬	২৬.০৬.২০১৬		
	[১.২] ২০১৫-১৬ অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিরমূল্যায়নপ্রতিবেদনদাখিল	[১.২.১] নির্ধারিততারিখেমূল্যায়নপ্রতিবেদনদাখিলকৃত	তারিখ	১.০০	১৪.০৮.১৬	১৬.০৮.১৬	১৭.০৮.১৬	১৮.০৮.১৬	২১.০৮.১৬	২৮.০৭.২০১৬		
	[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিবাস্তবায়নপরিবীক্ষণ	[১.৩.১] ত্রৈমাসিকপ্রতিবেদনপ্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০	০৪	০৩	০২			০৪		
	[১.৪] ২০১৬-১৭ অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিরঅর্ধবার্ষিকমূল্যায়নপ্রতিবেদনদাখিল	[১.৪.১] নির্ধারিততারিখেঅর্ধবার্ষিকমূল্যায়নপ্রতিবেদনদাখিলকৃত	তারিখ	১.০০	৩১.০১.২০১৭	০১.০২.২০১৭	০২.০২.২০১৭	০৫.০২.২০১৭	০৬.০২.২০১৭	০৮-০১-২০১৬		
	[১.৫] আওতাধীনদপ্তর/সংস্থারসঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরেরবার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিস্বাক্ষর	[১.৫.১] বার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিস্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০	৩০.০৬.১৬					৩০.০৬.২০১৬		
	[১.৬] বার্ষিককর্মসম্পাদনচুক্তিরসঙ্গেসংশ্লিষ্টকর্মকর্তাদেরপ্রণোদনাপ্রদান	[১.৬.১] বৈদেশিকপ্রশিক্ষণেপ্রেরিতকর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০	৩	২	১			৫		

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগতউদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কাযক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/criteria Value for FY 2016-2017)					অর্জন (achievement)	খসড়াস্কোর (raw score)	ওয়েটেডখসড়াস্কোর (Waited raw score)
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে			
[২]কাযপদ্ধতি ও সেবারমানোন্নয়ন	[২.১] ই-ফাইলিংপদ্ধতিপ্রবর্তন	[২.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিংপদ্ধতিপ্রবর্তন	তারিখ	১.০০	২৮.০২.১৭	৩০.০৩.১৭	৩০.০৪.১৭			২১/১২/২০১৬		
	[২.২]	[২.২.১] পিআরএলশুরুর ২ মাসপূর্বেসংশ্লিষ্টকর্মচারীরপিআরিএলছুটিনগদায়ন ও পেনশেনমঞ্জুরিপত্রযুগপৎ জারিকৃত	%	১.০০	১০০	৯০	৮০			১০০%		
	[২.৩] সেবাপ্রক্রিয়ায়উদ্ভাবন কাযক্রমবাস্তবায়ন	[২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং আওতাধীনদপ্তর/সংস্থায়অধিকসংখ্যকঅনলাইনসেবাচালুরলক্ষ্যেসেবাসমূহেরপূর্ণাঙ্গতালিকাপ্রণীতএবং অগ্রাধিকারনির্ধারিত	তারিখ	১.০০	৩০.১১.১৬	০৭.১২.১৬	১৪.১২.১৬	২১.১২.১৬	২৮.১২.১৬	-		
		[২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং আওতাধীনদপ্তর/সংস্থায়অধিকসংখ্যক সেবাপ্রক্রিয়াসহজীকরণেরলক্ষ্যেসেবাসমূহেরপূর্ণাঙ্গতালিকাপ্রণীতএবংঅগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০	৩০.১১.১৬	০৭.১২.১৬	১৪.১২.১৬	২১.১২.১৬	২৮.১২.১৬	-		
	[২.৪] অভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাবাস্তবায়ন	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃতঅভিযোগ	%	১.০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৬২%		

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
কৌশলগতউদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কাযক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/criteria Value for FY 2016-2017)					অর্জন (achievement)	খসড়াস্কোর (raw score)	ওয়েটেডখসড়াস্কোর (Waited raw score)
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে			
[৩] দক্ষতা ও নৈতিকতারউন্নয়ন	[৩.১] সরকারিকর্মসম্পাদনব্য বস্থাপনাসংক্রান্তপ্রশিক্ষণ সহবিভিন্নবিষয়েকর্মক র্তা/কর্মচারীদেরজন্যপ্র শিক্ষণআয়োজন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণেরসময়	জনঘন্টা	১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০ ঘন্টা		
	[৩.২] জাতীয়শুদ্ধাচারকৌশল বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরেরশুদ্ধাচারবা স্তবায়নকর্মপরিকল্পনা এবংপরিবীক্ষণকাঠা মোপ্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০	৩১.০৭.১৬	১৪.০৮.১ ৬				৩০.০৭. ২০১৬		
		[৩.২.২] নির্ধারিতসময়সীমারম ধ্যেত্রৈমাসিকপরিবীক্ষ ণপ্রতিবেদনদাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০	৪	৩	২			৪		
[৪] কর্মপরিবেশউন্নয়ন	[৪.১] অফিসভবন ও আঙ্গিনাপরিচ্ছন্নরাখা	[৪.১.১] নির্ধারিতসময়সীমারম ধ্যেঅফিসভবন ও আঙ্গিনাপরিচ্ছন্ন	তারিখ	১.০০	৩০.১১.১৬	৩১.১২.১ ৬	৩১.০১.১৭			৩০.০৯. ২০১৬		
	[৪.২] সেবাপ্রত্যাশীএবংদর্শনা র্থীদেরজন্যটয়লেটসহঅ পেক্ষাগার (waiting romm) এরব্যবস্থাকরা	[৪.২.১]নির্ধারিতসময় সীমারমধ্যেসেবাপ্রত্যা শীএবংদর্শনার্থীদেরজ ন্যটয়লেটসহঅপেক্ষা গারচালুকৃত	তারিখ	১.০০	৩০.১১.১৬	৩১.১২.১ ৬	৩১.০১.১৭			৩০.১১. ২০১৬		
	[৪.৩] সেবারমানসম্পর্কেসেবা গ্রহীতাদেরমতামতপরি বীক্ষণেরব্যবস্থাচালুকরা	[৪.৩.১] সেবারমানসম্পর্কেসে বাগ্রহীতাদেরমতামত পরিবীক্ষণেরব্যবস্থাচা লুকৃত	তারিখ	১.০০	৩০.১১.১৬	৩১.১২.১ ৬	৩ ১.০১.১৭			৩০.১১. ২০১৬		
[৫] তথ্যঅধিকার ও স্বপ্রণোদিততথ্যপ্র কাশবাস্তবায়নজো রদারকরা	[৫.১] তথ্যবাস্তবায়নহালনাগাদ করণ	[৫.১] তথ্যবাস্তবায়নহালনা গাদকৃত	%	১.০০	১০০	৯০	৮০	৭৫	৭০	১০০%		
	[৫.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগেরবার্ষি কপ্রতিবেদনপ্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.২.১] বার্ষিকপ্রতিবেদনওয়ে বসাইটেপ্রকাশিত	তারিখ	১.০০	১৫.১০.১৬	২৯.১০.১ ৬	১৫.১১.১৬	৩০.১১.১ ৬	১৫.১২.১৬	১৫.১০.১৬		
[৬] আর্থিকব্যবস্থাপনা রউন্নয়ন	[৬.১] অডিটআপত্তিনিষ্পত্তিকা যক্রমেরউন্নয়ন	[৬.১.১] বছরেঅডিটআপত্তিনি ষ্পত্তিকৃত	%	১.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০%		

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬-২০১৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: **শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭- জুন/১৭	
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা											
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	
						প্রকৃত অর্জন	১	১	১	১	
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	-	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	
						প্রকৃত অর্জন		১		১	
২. সচেতনতা বৃদ্ধি											
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	--	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	
						প্রকৃত অর্জন	১	১	১	১	
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৫০	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৫	
						প্রকৃত অর্জন	১০	৩০	১৫	২০	
৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার											
৩.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	প্রণীত আইন	তারিখ	প্রশাসন	--	২৯ জুন	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২৯ জুন ২০১৭	

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
আইন			অনুবিভাগ		২০১৭	প্রকৃত অর্জন	-	-	-	আইনের খসড়া প্রণয়নের পর্যালোচনার নিমিত্ত সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নেতৃত্বে কমিটি কাজ করছে।	
৩.২		-		-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৩	-	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান											
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	--	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	বাজেট বরাদ্দ না থাকায় পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
						প্রকৃত অর্জন					
৫. ই-গভর্ন্যান্স											
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/এসএমএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়	শতকরা হার	সকল অনুবিভাগ	--	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
						প্রকৃত অর্জন	১০০%	৯০%	১০০%	১০০%	

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	৮	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	২	২	
						প্রকৃত অর্জন	-	২	২	২	
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	তারিখ	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	২৯ ডিসেম্বর ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা	-	২৯ ডিসেম্বর ২০১৬	-	-	০৪-০১-১৭ তারিখে চালু করা হয়েছে।
						প্রকৃত অর্জন		চালু করা হয়েছে।			
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	ডিজি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	--	১	লক্ষ্যমাত্রা	--	--	--	১	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ	ই-ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	-	
						প্রকৃত অর্জন			২১ ডিসেম্বর ২০১৬		

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা	অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্তব্য

			ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ											
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	১	লক্ষ্যমাত্রা	--	--	--	১	
						প্রকৃত অর্জন				মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১টি ইনোভেশন আইডিয়া a2i কর্তৃক অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন চলছে। এছাড়া আরও ২টি ইনোভেশন আইডিয়া অধীনস্থ দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ											
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	উপসচিব (বাজেট)	--	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	
						প্রকৃত অর্জন	১	১	১	১	
৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রম											
৮.১	--	--	--	--	--	লক্ষ্যমাত্রা					শুদ্ধাচার কৌশলে অর্ন্তভুক্ত নেই
						প্রকৃত অর্জন					
৮.২	--	--	--	--	--	লক্ষ্যমাত্রা					
						প্রকৃত অর্জন					
৮.৩	--	--	--	--	--	লক্ষ্যমাত্রা					
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ						মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টে/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬-ডিসে/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭		
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম												
৯.১ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/ ই-পোস্টের মাধ্যমে শ্রমিক রেজিস্ট্রেশান ও কল্যাণ সুবিধা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন	পদ্ধতি উন্নয়ন ও প্রবর্তন	তারিখ	ডিজি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশান	-	২৯ জুন, ২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা				২৯ জুন, ২০১৭		
						প্রকৃত অর্জন				বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ওয়েব-সাইটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		
৯.২	--	--	--	--	--	লক্ষ্যমাত্রা						
						প্রকৃত অর্জন						
১০. বাজেট বরাদ্দ												
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	প্রশাসন অনুবিভাগ	--	১ .০০	লক্ষ্যমাত্রা	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫		২য় কোয়ার্টারের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।
						প্রকৃত অর্জন	০.০৫	০.৮৬	-			
১১. পরিবীক্ষণ												
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	--	৩১ জুলাই, ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা	৩১ জুলাই, ২০১৬	-	-	-		
						প্রকৃত অর্জন	অর্জিত					
১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		
						প্রকৃত অর্জন	১	১	১	১		

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Manufacturing of aluminum products)।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পূনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধাঁরালো, ভারী ও ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সারাক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা; (ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি (ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন; (ছ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া।
২।	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (Automobile Workshop)।	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) গ্রীজ, কেরোসিন, মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ীর নিচে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩।	ব্যাটারী রি-চার্জিং (Battery re-charging)।	ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানিজমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪।	বিড়ি ও সিগারেট তৈরী (Manufacturing of Biri and Cigarette)।	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরী করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।
৫।	ইট বা পাথর ভাঙ্গা (Brick or Stone breaking)।	(ক) কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট ও পাথর গুড়া গ্রহণ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাত ও আঙ্গুল ছিলিয়া যাওয়া; (গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
৬।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিন (Engineering workshop including lathe-machine)।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরী করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরী করা; (ঘ) অতি দ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফুলিয়া যাওয়া; (গ) পায়ের শিরা ফুলিয়া যাওয়া; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখের পানি পড়া; এবং (ছ) দৃষ্টি শক্তির সমস্যা।
৭।	কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of glass & glass products)।	(ক) ভাংগা কাঁচের টুকরা পরিস্কার ও গুড়া করা; (খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরীর জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং (গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি; (গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি; (ঘ) রক্ত কাশি; (ঙ) শ্বাসকষ্ট; (চ) ক্ষুধামন্দা; (ছ) জ্বর; (জ) হাড়ে ব্যথা; (ঝ) মাথা ব্যথা; (ঞ) বমি বমি ভাব; এবং (ট) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮।	ম্যাচ তৈরী (Manufacturing of matches)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙ্গুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যাথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯।	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of plastic or rubber products)	(ক) প্লাষ্টিক ও রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরণের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্যাদি ঢালা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলা গ্রহণ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য নানা ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাপাঁনি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দূরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যানসার।
১০।	লবন তৈরী (Salt refining)।	(ক) লবনে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবন মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূণ্যতা; (খ) শরীর ফুলে যাওয়া; (গ) চামড়ায় চুলকানি জনিত প্রদাহ, (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ; এবং (ছ) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১১।	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরী (Manufacturing of soap or detergent)।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরী করা; এবং (খ) সাবান তৈরী ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানি জনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
১২।	স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ী বা মেটাল ফার্নিচার রং করা (Steel furniture or car or metal furniture painting)।	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টীলের টুকরো পরিষ্কার করা, স্টীল পলিশ করা ও রং লাগানো; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সীসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।	(ক) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ; (ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; (জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সীসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং (ঞ) এলার্জি।
১৩।	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Tanning and dressing of leather.)।	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এনথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে বেদনাদায়ক ঘাঁ; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গাস জনিত প্রদাহ; (চ) আঙ্গুলের মাঝে ঘাঁ; (ছ) ডায়রিয়া; এবং (জ) ক্ষুধামান্দা ও বমি।
১৪।	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নার (Welding works or gas burner mechanic)।	(ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা এবং গ্রীল, জানালা ও দরজা তৈরী করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা; (গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধাতুর গুড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়া কাজ করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েল্ডিং এর কাজ করা।	(ক) চোখ নষ্ট হওয়া; (খ) চোখে জ্বালাপোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া; (ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধত্ব; (ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া; (জ) হাতে ও পায়ে keloid তৈরী; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঞ) নিউমোনিয়া; (ট) শ্বাসকষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া যাওয়া;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			(ঢ) দাহ্য পদার্থ দ্বারা দুর্ঘটনা; (ণ) নিশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫।	কাপড়ের রং ও বীচ করা (Dyeing or bleaching of textiles)।	(ক) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি মোড়কজাত পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দূর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬।	জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking)।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টীলের শীট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে জখম; (খ) চোখ হইতে পানি পড়া; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭।	চামড়ার জুতা তৈরী (Manufacturing of leather footwear)।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরীর জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যাথাদায়ক ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ; (ঙ) হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১৮।	ভলকানাইজিং (Vulcanizing)।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।
১৯।	মেটাল কারখানা (Metal works)।	(ক) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়া গ্রহণ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া।
২০।	জিআই শীট বা চুনাপাথর বা চক সামগ্রীর কাজ (Manufacturing of Gl sheet products or limestone or chalk products)।	(ক) প্রচন্ড তাপে কাজ করা; (খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং (জ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুক্ষ্ম কণা গ্রহণ করা।	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ; (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং (জ) শ্বাস কষ্ট।
২১।	স্পিরিট ও এলকোহলজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ (Rectifying or blending of spirit & alcohol)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাসকষ্ট।
২২।	জর্দা ও তামাক বা কুইবাম তৈরী (Manufacturing of jarda and quivam)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (গ) ধাঁরালো টিনের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৩।	কীটনাশক তৈরী (Manufacturing of pesticides)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪।	স্টীল ও মেটাল কারখানার কাজ (Iron and steel foundry or casting of iron and	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও নোংরা পরিবেশে কাজ করা;	(ক) মাথা ব্যথা (খ) বমি হওয়া; এবং

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	steel)।	(গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরীর কাজ করা; (ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টীল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঙ) ধুলাবালির মধ্যে কাজ করা।	(গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া।
২৫।	আতশবাজী তৈরী (Fire works)।	(ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২৬।	সোনার দ্রব্যাদি বা ইমিটেশন বা চুড়ী তৈরীর কারখানায় কাজ (Manufacturing of jewellery and imitation ornaments or bangles factory or goldsmith)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্যাদি কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপদজনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় এবং আগুন নিয়ে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) শ্বাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তির সমস্যা; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখে পানি পড়া; (ছ) ক্ষুধামন্দা; (জ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখে জ্বালাপোড়া করা; এবং (ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
২৭।	ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার (Truck or tempo or bus helper)।	(ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসেবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর ধোঁয়া সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; এবং (গ) অনিয়মিত খাবার গ্রহণ।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামন্দা; (ঘ) বমি বমি ভাব; (ঙ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) মাথা ব্যাথা; (জ) শ্রবনশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া; (ঝ) মূত্রনালীতে সংক্রমণ; এবং (ঞ) শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যঘাত।
২৮।	স্টেইনলেস স্টীল সামগ্রী তৈরী (Stainless steel mill, cutlery)।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর গতিবেগে কাজ করা; এবং (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হাঁপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তি বাধাগ্রস্থ হওয়া; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত।
২৯।	ববিন ফ্যাক্টরীতে কাজ (Bobbin factory)।	(ক) কাঠ কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও ধুলাবালি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র বার্ণিস করা; (ঙ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কান্ড বা খন্ড বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাত জনিত সংক্রমণ; (গ) ঠান্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) অ্যাজমা; এবং (চ) নাকের ভিতরে ক্যান্সার।
৩০।	তাঁতের কাজ (Weaving worker)।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরে অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখে অতিরিক্ত পানি পড়া; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাসকষ্ট; এবং (জ) স্নায়ুবিক সমস্যা।
৩১।	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ	(ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরণের বৈদ্যুতিক কাজে	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	(Electric mechanic)।	সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা।	(খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া; (গ) এ্যাজবেসটোমিস; এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ।
৩২।	বিস্কুট বা বেকারী কারখানার কাজ (Biscuit factory or bakery)।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশানো; (খ) আগুনের চুল্লীতে কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টি শক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামন্দা; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং (জ) যকৃতে প্রদাহ।
৩৩।	সিরামিক কারখানার কাজ (Ceramic factory)।	(ক) প্রচন্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং (গ) কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার।
৩৪।	নির্মাণ কাজ (Construction)।	(ক) পাথর ভাঁঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগীতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাসকষ্ট; (ছ) যক্ষা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫।	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাজ (Chemical factory)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় প্রচন্ড শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৩৬।	কসাই এর কাজ (Butcher)।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ যেমন- খোস পাচড়া; (খ) দাঁদ (একঁজিমা); (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭।	কামারের কাজ (লোহা বা লৌহ পেটানোর কাজ) (Blacksmith)।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহয্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা। এবং (খ) প্রচন্ড আওয়াজ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণ যন্ত্রে সমস্যা; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) Tenosynvitis; Bursitis; এবং (জ) দুর্ঘটনার কারণে হাত, পা ও চোখে ক্ষত।
৩৮।	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ (Handling of goods in the ports and ships)।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা ।